চটকল

শ্রীনীহারকুমার পালচৌধুরী

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, ...
কলিকাতা ... ...

দাম এক টাকা

১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ...
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ... ...

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড
প্রবাসী প্রেসে ... ...
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমতী মনোরমা পালচৌধুরী

কল্যাণীয়াসু

পরিচয়

বিদ্যুৎ	...	বেঙ্গল জুট মিল্‌স্‌-এর জনৈক কর্ম্মচারী ও শ্রমিক-সঙ্ঘের সম্পাদক
দীপ্তি	...	ঐ স্ত্রী
শিবনাথ	...	জনৈক কর্ম্মী
অনিলবাবু	...	শ্রমিক-সঙ্ঘের সভাপতি
মিঃ রয়	...	বেঙ্গল জুট্‌ মিল্‌স্‌ লিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নূর মুহম্মদ	...	শ্রমজীবী ও বিদ্যুতের বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী
নরু মিস্ত্রি	...	মিলের জনৈক মিস্ত্রি

কাল—বর্ত্তমান

স্থান—শহরতলীর একটেরে নদীর তীরবর্ত্তী পাটের কারখানা

ভুল-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৫	৩	মুখে	মুলে

বিশ্বব্যাপী একটা ভীষণ সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রাম চিরদিন ছিল। তবে সেটা এতটা সঙীন ছিল না। তাই নিরীহ শান্তি-প্রিয় মানুষের নজরে পড়েনি।

এরই আর এক নাম বিপ্লব। আজ জলাতঙ্ক রোগীর মত বিপ্লব কথাটার নাম শুনলেই একশ্রেণীর লোক চমকে ওঠে। চমকে ওঠার কোন কারণ নেই।

মানুষই সমাজ গড়েছে, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে আজও সে সমাজকে সুষ্ঠু রূপ দিতে পারে নি। এর অর্থ ব্যাপক নয়। তাই যখন মানুষেরই তৈরী সমাজের কোন বিধিনিষেধ শৃঙ্খলের মতই তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে চূর্ণ করার মনোভাবেরই নাম বিপ্লব। এই অর্থই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

এরই অপর নাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের উপরই 'চটকল'-এর ভিত্তি।

আজকের দিনে মানুষের দুটো জিনিষ সব চেয়ে বেশী নজরে পড়ে,—ধনের ও শ্রমের মূল্য। একজনের আছে পাশবিক শক্তি—যা প্রমত্ত হয়ে নিজেকে অদ্বিতীয় ও এক ব'লে প্রচার করছে। আর শ্রমিকের শ্রম তার প্রতিকূলাচরণ করছে। সে প্রতিবাদ করে জানাচ্ছে—'আমি আছি। আমায় একেবারে উপেক্ষা করা চলবে না।' এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—একে নিয়ন্ত্রিত

করছে পেনাল কোড্। কিন্তু আজকের দিনে এ নিয়ে নাড়াচাড়া করার জো নেই। তাই এই কৈফিয়তের অবতারণা।

এই দুই দলের মধ্যে যখনই শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হয় তখনই একশ' চুয়াল্লিশ ধারা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে।

চটকলের সমস্যা শুধু বাঙলা দেশকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে ওঠেনি—এ সমগ্র জগৎকে নাড়া দিয়েছে। এ ভাল কি মন্দ, সে বিচার আমাদের হাতে নয়,—ভাবী কালের। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে যে টিঁকবে, সে-ই টিঁকল।

কলিকাতা

১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮

প্রথম অঙ্ক

সেই সবে ভোর হইয়াছে।

দি বেঙ্গল ন্যাশনাল জুট মিল্‌স্ লিমিটেড-এর একটি কোয়ার্টার। ঘরখানি পরিষ্কার তক্‌তকে ঝর্‌ঝরে,—দেখিলে মনে হয় গৃহাধিকারিণীর রুচিজ্ঞান আছে।

বসিবার ঘর। পিছনের দ্বারে পর্দ্দা ঝুলানো—বাতাসে উড়িতেছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে দীপ্তিকে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে দেখা যাইতেছিল।

বাহিরের দিক দিয়া ব্যস্তভাবে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর; দেখিতে অতি সুন্দর, চোখে চশমা। গায়ের পাঞ্জাবীটি ময়লা, মাথার চুল উস্কখুস্ক। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়াই চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতে লাগিল।

পিছনের পর্দ্দা ঠেলিয়া বিদ্যুৎকে দেখিয়াই দীপ্তি ভিতরে চলিয়া গেল।

বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দুই পরে দীপ্তি এক পেয়ালা চা লইয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া হাসিমুখে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎকে দেখিতে না পাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর চায়ের বাটিটি রাখিয়া জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িল। পরে টেবিলের সামনে ফিরিয়া গিয়া চায়ের বাটিতে চোখ পড়িতেই তার চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

বাহির হইতে বৃদ্ধ শিবনাথ ডাকিল

শিব ॥ মা, ভিতরে আসতে পারি? দীপ্তি-মা!

দীপ্তি ॥ (তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া সস্নেহে কহিল) এসো বাবা, এসো।

শিবনাথ প্রবেশ করিল। বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসর, একটি চোখ কাণা। হাতে একগাছি লাঠি, কিন্তু লাঠির সাহায্যে সে চলে না—হয় ত লাঠি লইয়া চলাই তাহার অভ্যাস

দীপ্তি ॥ (একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া) বসো বাবা, বসো।

শিব ॥ না মা, আমি মেঝেতেই বসি—ওতে বসা আমার পোষায় না।

মেঝেতে বসিয়া পড়িল

দীপ্তি ॥ (অদূরে মেঝেতেই বসিয়া পড়িয়া) ক'দিন আস নি কেন বাবা? তোমার মাকে বুঝি ভুলে গেছলে?

শিব ॥ (জিভ কাটিয়া) ভোলবার কি জো আছে মা! মা যে আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

দীপ্তি হাসিয়া উঠিল

দীপ্তি ॥ কে তোমার জগদ্ধাত্রী মা হতে যাবে? যা মূর্ত্তি, দেখলেই ভয় হয়!

শিব ॥ (একটু যেন ব্যথিত কণ্ঠে কহিল) ভয় করে! কিন্তু তিনি অভয়া—

কপালে হাত ঠেকাইল

দীপ্তি ॥ দেবদ্বিজে তোমার অসীম ভক্তি বাবা!

শিব ॥ (লজ্জিত হইয়া) ভক্তি করতে আর কই শিখলুম, মা। তাই ত বলি বাবাঠাকুরকে যে, দিনরাত কেবল পা জড়িয়ে পড়ে থাকি।

দীপ্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যথায় ম্লান হইয়া একটু রুষ্ট কণ্ঠেই শিবনাথ কহিল

আধুনিকতার অভিশাপই হচ্ছে কোন কিছু না-মানা।

দীপ্তি ॥ ভুল বলছ বাবা, এই হচ্ছে তার বর। টাকা যে বাজিয়ে নেয়, অচল টাকার জন্যে তাকে দুঃখ পেতে হয় না।

শিব ॥ (উৎসাহিত হইয়া) বাবাঠাকুর ত আমাদের অচল নয়—

দীপ্তি ॥ (প্রথমটা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সপ্রতিভ হইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল) সচলও বিশেষ নয় বাবা!

শিবনাথের মুখে যেন কে কশাঘাত করিল। কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না। দীপ্তি মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিল

শিব ॥ (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) তাহলে বাবাঠাকুরকে তুমি ভক্তি কর না?

দীপ্তি ॥ (অসঙ্কোচে দ্বিধালেশহীনস্বরে) না।

শিবনাথের মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল—সে যেন এক নিমিষে সব হারাইয়া ফেলিল। বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসিয়া

যেন সহ্য করা যায় না, না ?

শিব ॥ (কর্কশকণ্ঠে) এ শুধু সহ্য করাই যায় না, না—এ অসহ্য। এ তুমি না-হয়ে যদি অন্য কোন—

দীপ্তি ॥ অন্য কোন মেয়ে বলত তাহলে তার দেহ থেকে মাথাটা ছিঁড়ে নিতে, এই ত ?

শিব ॥ নিশ্চয়।

দীপ্তি ॥ এ রকম একজন নীরবে সহ্য করেছে, আর একজন জোর ক'রে তার দাবী প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ তাই ত স্বামী-স্ত্রীর অনাবিল সম্বন্ধের মধ্যে ভক্তির স্থান হয়েছে।···কথাগুলো বড্ড কঠিন ঠেক্‌ছে, না, বাবা ?

পুনরায় হাসিল

শিব ॥ (মরীয়া হইয়া) কিন্তু ঠাকুর কি জানে যে তাকে তুমি ভক্তি কর না ?

দীপ্তি ॥ জানে।

শিব ॥ তবু বাবাঠাকুর তোমায় সহ্য করে !

দীপ্তি ॥ করে, কি করে না, সে তুমিই দেখেছ।···(তার মুখের দিকে চাহিয়া) আজ থেকে বোধ হয় মা ব'লেও আর ডাকবে না ?

শিব ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আজ থেকে বোধ হয় মাকেও হারালুম!

বৃদ্ধের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল

দীপ্তি ॥ (শিবনাথের কাছে আগাইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে) ছেলে হয় ত আজ থেকে হারালুম, কিন্তু একটি বুড়ো বাবা পেলুম।

তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে শিবনাথ বাধা দিল

শিব ॥ না, আমরা সাদাসিদে মানুষ, সোজা পথে চলি। আমরা ছলনা বুঝি না।

দীপ্তি ॥ (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) ছল যত আমরাই বুঝি, না? নিজে ত খুব ভালো মানুষ সেজেছেন, কিন্তু নিজেই কত বড় ছল-চাতুরী করছেন জানেন?

শিব ॥ এর মানে, দীপ্তি?

দীপ্তি ॥ বলছি শিবনাথবাবু, অত ব্যস্ত হবেন না। আপনি আপনার বাবাঠাকুরকে যথেষ্ট ভক্তি করেন জানি, কিন্তু আমাকে—

শিব ॥ তোমায় ভালবাসি না?

দীপ্তি ॥ না। একটুও না। আপনি ভালবাসেন আপনার মেয়েকে—যে, ম'রে গেছে। বেঁচে থাকলে আজ আমারই মত বড় হত। আপনার কন্যা-স্নেহ-বঞ্চিত

পিতৃআত্মা আমারই মধ্যে আপনার নিজের মেয়েকে ভালবাসার আনন্দ উপভোগ করে।

শিবনাথ কখনও এরূপ ভাবে নাই, সে যেন পাথর হইয়া গেল

এ শুধু ছলনাই নয়,—বঞ্চনাও।···

শিবনাথের ব্যথাম্লান মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই করুণায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে দৌড়াইয়া গিয়া শিবনাথকে জড়াইয়া ধরিল

কিন্তু বাবা, তুমি আমায় কি যেন বলতে এসেছিলে, কই, কিছু বল্লে না ত?

শিব॥ দীপ্তি যে আমার মেয়ে, এই আমি জানি, কিন্তু আমার মৃতা মেয়েকে যে তার মধ্যে উপলব্ধি করি—এ আমি আজ প্রথম জানতে পারলুম।···এ সত্যি, মা।

দীপ্তি॥ কেন তুমি এসেছিলে বাবা?

শিব॥ এসেছিলুম তোমায় সাবধান করতে। আজ শুধু পুলিস নয়—পল্টনও এসেছে, সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়ী। আজ ময়দানে গুলী চলা অসম্ভব নয়।

দীপ্তি শঙ্কিত হইয়া উঠিল

দীপ্তি॥ তারা এই নিরীহ উপবাসী মানুষদের গুলী করবে কেন?

শিব॥ এদের তুমি নিরীহ বল? এরা মুখ ফুটে বলছে, 'আর আমরা উপবাসে অনাহারে দিন কাটাতে পারছি

নে—আমাদের খেতে দাও।'—এত বড় অভিযোগ এরা করছে, তুমি এদের নিরীহ বল!

দীপ্তি নীরবে শিবনাথের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল

মূক আজ মুখর হয়ে উঠেছে। তারা বলছে—'পরণে বস্ত্র নেই, পেটে অন্ন নেই, অন্ধকূপে আমরা থাকতে পারছি নে। আমাদের অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, আলো দাও।'—আচ্ছা, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা সহ্য করা যায়?

দীপ্তি ॥ অন্যায় ত তারা কিছু বলে নি।···

শিব ॥ অন্যায় নয়! যারা চিরদিন কাতারে কাতারে নীরবে মরেছে, তাদের যদি আজ বাঁচবার সাধ হয়—তার চেয়ে বড় অন্যায় আর আছে দীপ্তি-মা?

দীপ্তি ॥ আমরা দুঃখী দরিদ্র ব'লে আমাদের বেঁচে থাকার পর্য্যন্ত সাধ হবে না! আমরা জন্মাব কেবল মরবার জন্যে?

শিব ॥ হাঁ, মরবার জন্যে। এইটেই যে সত্যি মা।

দীপ্তি ॥ না, না, এ সত্যি নয় এ আমি বিশ্বাস করি নে। আমাদের বাঁচাটাই সত্যি।

শিব ॥ তাহলেই যে ঐশ্বর্য্যের মৃত্যু—মানুষকে রিক্ত করার যে ফাঁকি তা যে ধরা পড়ে যাবে।

দীপ্তি ॥ তাহ'লে কি বলতে চান, ধরার দিন আজও আসে নি বাবা?

শিব ॥ এসেছে মা, এসেছে। দাম্ভিক ঐশ্বর্য্যের এই মত্ত কোলা-

হলে তাব আসার পদশব্দ আমাদের মত হতভাগ্যের কানে পৌছয় না, হয় ত পৌছুবেও না কোনো দিন। যেমন নিঃশব্দে সে এসেছে, তেমনি নিঃশব্দে সে চলে যাবে।

দীপ্তি ॥ কিন্তু এঁরাই বলছেন—পৌছেছে ; নিঃশব্দেব নীরবতায় নয়—একেবারে দশদিক মুখরিত ক'রে।

শিব ॥ বাবাঠাকুর হচ্ছে তরুণ, তরুণের ধর্ম্ম হচ্ছে অনাগতকে এগিয়ে আনা—তাদের দেরী সয় না, তাও আমি জানি। কিন্তু এসেছে, এ আমি বিশ্বাস করি নে মা!

দীপ্তি ॥ তবে তারা কেন সকলে ভিড় করে এসেছে?

শিবনাথ নীরব রহিল

তারা সকলেই ত ষ্ট্রাইক্‌-এ যোগ দিয়েছে। তাই না ম্যানেজার কারখানা লক্‌-আপ্‌ করতে বাধ্য হয়েছে। শুধু এক দিন নয়, দু'দিন নয়—আজ পাঁচ মাস ধরে তার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন দেশের সকল দুঃখী মজুরের প্রাণে সাহস সঞ্চার করেছে, এবারে তাদের প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—বাঁচবার। বঞ্চিতের নিঃস্ব অন্তর যে এমনি ক'রে ভ'রে তুলেছে—সে কি মিথ্যে বলেছে বাবা?

শিব ॥ মিথ্যে নয়, সত্যি। তাই তাকে সহজ ভাবে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারছি নে মা। যাদেব জীবন চিরদিন

অন্ধকূপেই কেটেছে, তারা যদি একটু আলো দেখে, তাহলে তারা পাগল হয়ে সেই আলোরই অনুসরণ করে—এ একটা ক্ষণিক মোহ মা।

দীপ্তি শঙ্কায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিল

দীপ্তি ॥ যারা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছিল তারা আজ উৎসাহে অনশনে দিন কাটাচ্ছে, যারা ছিন্ন কটীবাসে লজ্জা নিবারণ করছিল তারা আজ প্রায়-উলঙ্গ হয়েছে। এই নিদারুণ দুঃখ ভোগ—এই যে সুতীব্র আত্মনির্যাতন—এ কি মোহ ? না না, তা হ'তে পারে না—পারে না—

দীপ্তির এই অস্থির ব্যাকুলতা
দেখিয়া শিবনাথ নীরব রহিল

চিরবঞ্চিতের দল আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মূকের মুখ আজ শুধু মুখর হয়েই ওঠে নি,—সে তার দাবীর ফর্দ্দও পেশ করেছে।

শিব ॥ এইটেই ত ভয়ের কথা মা। তাদের দাবী যাতে কারও কানে না পৌছয়, তাই ত বন্দুকের গুলীর কোলাহলের প্রয়োজন।

দীপ্তি নীরব রহিল

সকলকে কোয়ার্টার্স আজই ছাড়তে হবে। সাত দিনের নোটীশ ছিল—আজ শেষ দিন।

বিদ্যুতের প্রবেশ

বিদ্যুৎ ॥ (ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া) শুনেছ শিবু, আজকে ম্যাজিষ্ট্রেট আমার উপর একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে। আমি এ সাবডিভিসনের মধ্যে ছ'মাসের জন্যে কোন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে পারব না।

শিব ॥ তাহ'লে আজকের সভা ?

বিদ্যুৎ ॥ হয় ত ময়দানে সভা হতেই দেবে না।

দীপ্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল

নুর মুহম্মদের প্রবেশ

নুর ॥ বিদুদা, কলের কর্ত্তারা এই মাত্র নোটীশ জারি করেছে, যে বা যারা আজ কাজে যোগ দেবে তাদের কোয়ার্টার ছাড়তে হবে না এবং তাদের অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে।

বিদ্যুৎ হাসিল

বিদ্যুৎ ॥ যখনই কোন কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে শ্রমিকদের তরফ থেকে, তখনই ত তারা আশার কথা শুনিয়েছে।

শিব। আমরা ত এইতেই ভুলি।

ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট অনিলবাবু প্রবেশ করিলেন। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, দেখিলে মনে হয় বিষয়বুদ্ধিতে তিনি বিশেষ পাকা

বিদ্যুৎ ॥ এই যে অনিলবাবু, আসুন।

অনিল ॥ বিদ্যুৎ, কাল রাত্রে আমি বেরোতে পারি নি। শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। শুনলুম, সারা রাত তোমায় কুলী-ব্যারাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।—

বিদ্যুৎ ॥ কাল নতুন লোক আমদানী ক'রে কাজ সুরু করবে, এই শুনে কুলী-ব্যারাক ভীষণ ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাদের আমি বিশেষ ক'রে অনুরোধ করে বলেছি,—যদি তারা শান্ত নিরুপদ্রবে থাকতে না পারে তাহ'লে তাদের এই শ্রম, এই নির্যাতনভোগ—সব বৃথা হবে।

অনিল ॥ (হাতের খবরের কাগজখানা বিদ্যুতের কাছে আগাইয়া দিয়া) পড়েছ ?

বিদ্যুৎ ॥ না,—দেখি।

কাগজখানা লইয়া পড়িতে সুরু করিল।
পড়িতে পড়িতে গম্ভীর হইয়া উঠিল

শত্রু! ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রী!...নূর, একবার সুন্দর সিংকে ডেকে দাও ত।...আর শোনো, তোমরা কোন কারণেই যেন উত্তেজিত হয়ো না।

নূর ॥ কি করব বিদুদা—মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে—সময় সময় নিজেকে আর কিছুতেই সংযত রাখতে পারি নে। মেহের আলীর ছেলেটা মরল—কোয়ার্টারের ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম—তবু একবার দেখলে না।

দাঁত বের করে সে বল্লে—যারা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়েছে—তাদের কাছে যাও।···মনে হ'ল বিদুদা, এক ঘুষিতে ব্যাটার দাঁতগুলো গুঁড়িয়ে দিই।

বিদ্যুৎ হাসিল

বিনা চিকিৎসায়—

অনিল ॥ বিনা চিকিৎসায় মারা গেল? অন্ত ডাক্তার—

নুর ॥ কেউ এল না! যেন আমরা মানুষ নয়—আমাদের যেন প্রাণ নেই—

শিব ॥ নেই-ই ত। থাকলে পরে দেখতুম ডাক্তারের ধড়টা ষ্টীম-ঘরে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—

নুরের চোখ দুটো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, অনিলবাবু শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। দীপ্তি উত্তেজিত হইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ শিবনাথের মুখের পানে তাকাইয়া হাসিল। যৌবনের কণ্ঠ বজ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিল

নুর ॥ তা কি পারি না শিবুখুড়ো?—তাও পারি। শুধু ডাক্তারই নয়,—সমস্ত কারখানাটাকেই ষ্টীম-ঘর ক'রে তুলতে পারি। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে সেই তোমাদের শাস্ত্রে কোথায় না লঙ্কাকাণ্ড না কি—সেই তারই মত সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে পারি।···

বিদ্যুৎ ॥ নুর, নুর! তুমি উত্তেজিত হয়েছ। কর্ম্মীর জীবনে

উত্তেজনার স্থান নেই,—স্থান আছে কেবল নীরবে সহ্য করবার, অপরিসীম সুতীব্র বেদনার—

বিদ্যুতের কণ্ঠস্বরে আর্ত্ত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দীপ্তির চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। প্রেসিডেণ্ট অনিলবাবুর কিন্তু শঙ্কা ঘুচিল না। তিনি কি বলিতে গেলেন, শিবনাথ তাঁহাকে বাধা দিল

শিব ॥ এ দুর্ব্বলের অক্ষমতা, বঞ্চিতের আত্মপ্রবঞ্চনা—

অনিলবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন

অনিল ॥ বিদ্যুৎ, এ সবের মানে ?

বিদ্যুৎ ॥ (লিখিতে লিখিতেই উত্তর দিল) অক্ষমের নিষ্ফল আক্রোশ !

অনিল ॥ (উত্তেজিত কণ্ঠে) ইট্ ইজ্ ইন্‌কম্‌প্যাটিব্‌ল্ উইথ্ দি রুল্‌স্ য়্যাণ্ড রেগুলেশন্স অফ দি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ইজ ইট্ নট্ ?

বিদ্যুৎ উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু শিবনাথ উত্তর দিল

শিব ॥ শ্রমিক-সঙ্ঘের আইনকানুনের সমস্ত ধারাগুলি যথাযথ মানতে গেলে—আপনারও আর প্রেসিডেণ্ট থাকা চলে না, অনিলবাবু !

বিদ্যুৎ ঘাড় তুলিয়া তাকাইল। অনিলবাবুর মুখ
শুকাইয়া উঠিল। তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন

অনিল ॥ শিবনাথবাবু, এর অর্থ ?

বিদ্যুৎ ॥ শিবু, একজন সভ্য আর একজন সভ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পূর্ব্বে আশা করি প্রমাণ দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

অনিল ॥ আমি প্রমাণ চাই।

শিব ॥ যদি না দিই ?

অনিল ॥ দেন দি প্রেসিডেণ্ট উইল্ আর্জ্ ফর্ দি প্রোটেক্সন্ অফ্ হিজ্ ডিগ্নিটি ফ্রম্ দি হাউস্।

শিব ॥ বেশ, তাই চাইবেন। আমার যা বলবার আছে আমি সেখানেই বলব।

অনিল ॥ (চীৎকার করিয়া উঠিয়া) কি বলবার আছে, এখনই বলুন—এখনই বলুন !

শিব ॥ (লাঠি ঠুকিয়া) না, না, বলব না।

পুনরায় লাঠি ঠুকিল

অনিল ॥ আপনাকে বলতেই হবে।

বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি তাহাদের উভয়ের মাঝখানে
আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যথিত ম্লান কণ্ঠে কহিল

বিদ্যুৎ ॥ আত্মকলহ যে আত্মক্ষয়, আপনারা আজ কেমন ক'রে তা বিস্মৃত হলেন তাই ভাবছি। আজ আমাদের এই

মহাবিপদের মাঝে মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থান হয় কি ক'রে তা ত ভেবে পাই নে।

শিব ॥ (লজ্জিত ও অনুতপ্ত কণ্ঠে) সত্যিই তাই, হয় ত সত্যিই তাই।

অনিলবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন

বিদ্যুৎ ॥ নূর, সকালের 'বুলেটিন' এখনও বেরুল না কেন একবার খবর নাও ত।...না, না, তোমার নিজের গিয়ে কাজ নেই, তুমি কাল সারারাত জেগেছ,— সন্তোষকেই পাঠিয়ে দাও।

নূর বাহির হইয়া গেল

শুনেছেন বোধ হয় অনিলবাবু, আজ বার দিন শহর বা মফঃস্বল থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না।

অনিল ॥ আমার সেই কলিক পেন্‌টা বড্ড বেড়েছিল, তাই কিছু সংবাদ নিতে পারি নি। কেন আসছে না? ওদিকে ত আমরা সাধারণের সাহায্য যথেষ্টই পাচ্ছিলুম।

বিদ্যুৎ ॥ সমস্ত সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রচারিত হচ্ছে—জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করবার জন্যে যারা দেশের লোককে প্ররোচিত করে, তারা দেশের শত্রু, তারা সমাজের শত্রু।—চারদিকে এই আন্দোলন সুরু হয়েছে। বোধ হয় এই প্রোপাগাণ্ডার জন্যেই—

অনিল ॥ বিদ্যুৎ, এ ত মিথ্যা নয়। ন্যাশনাল ইণ্ডাস্‌ট্রি কথাটাকে ত একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিদ্যুতের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তবে তা ক্ষণিকের জন্য, তারপরই ধীর শান্ত কণ্ঠে সে কহিল

বিদ্যুৎ ॥ অনিলবাবু, ন্যাশনাল ইণ্ডাস্‌ট্রি কথাটা খুব হাই সাউণ্ডিং, সাধারণ মানুষকে সহজেই ভোলানো যায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ইণ্ডাস্‌ট্রি তখনই ন্যাশনাল হয়ে উঠবে যখনই তার য়্যাসেট্‌ এবং লায়বেলিটিস্‌-এর দায়িত্ব এসে পড়বে তার ওয়ার্কার-দের উপর—যারা পলে পলে বুকের রক্ত দিয়ে তাকে গড়ে তোলে।

অনিলবাবুর কথাটা ভাল লাগিল না। তিনি মুখ ভার করিয়া রহিলেন

অর্দ্ধনগ্ন অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিকের শ্রম কি কেবল মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের ধনাগারই পূর্ণ করবে?

অনিল ॥ এ ত মুষ্টিমেয় ধনিকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয়—এ হচ্ছে জনসাধারণের—যারা শেয়ার কিনবে—

বিদ্যুৎ ॥ (হাসিল, পরে) জানি, জানি। কিন্তু যারা শেয়ার কিনেছে বা কিনছে—তারা সবাই হচ্ছে এর ডিরেক্টরদের বেনামা—তা না হ'লে গত জেনারাল মিটিং-এ বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সকল কার্য্যই

তারা সরাসরি য়্যাডপ্ট করল কি ক'রে ? কেউ তাদের য়্যান্যুয়াল ব্যালান্স শীট্-টা একবার পরীক্ষা পর্য্যন্ত করতে চাইলে না !

অনিল ॥ আমাদের মত শ্রমিকদের তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না।

বিদ্যুৎ ॥ নিশ্চয় যায় আসে। প্রতিষ্ঠানের লাভের উপরই ত নির্ভর করবে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য !

অনিলবাবু নীরব রহিলেন। বিদ্যুৎ যেমন লিখিতেছিল লিখিয়াই চলিল

শিব ॥ (অনিলের গম্ভীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিল) মাননীয়বর প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের কি এ সব কথা ভাল লাগছে না ?

অনিল ॥ না।

শিব ॥ তাহলে প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের কি মত—আমরা ষ্ট্রাইক্ কল্ অফ করব ?

বিদ্যুৎ লিখিয়াই চলিল

দীপ্তি ॥ (ভিতর হইতে) বাবা !

শিব ॥ যাই মা।

ভিতরে চলিয়া গেল

অনিল ॥ (নিম্নকণ্ঠে) বিদ্যুৎ, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ—আমাদের মধ্যে একটা নৈরাশ্য জেগেছে। সকলের

মধ্যেই যেন একটা প্রশ্ন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে—এত দিন এত কষ্ট সহ্য করলাম—কই, কি ফল পেলাম ?

বিদ্যুৎ ॥ কাউণ্টার-প্রোপাগাণ্ডা সুরু হয়েছে আমি লক্ষ্য করেছি। এ প্রশ্ন যে উঠেছে—তাও জানি, যারা তুলেছে তাদেরও জেনেছি। কিন্তু আমাদের পথ এরই মধ্যে দিয়ে।

শিবনাথ তিন কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল। এবং এক কাপ চা বিদ্যুতের সামনে টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া আর এক কাপ অনিলবাবুকে দিয়া নিজের কাপটি নিজের মুখে তুলিয়া ধরিল

অনিল ॥ (চায়ে চুমুক দিয়া) এই নৈরাশ্য থেকে একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় তাদের মন আমাদের বিরুদ্ধে ভরে ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া, ডিস্‌কণ্টেণ্টমেণ্ট ইজ্‌ দি মাদার অফ্‌ রেভলিউসন্‌।

বিদ্যুৎ ॥ (লেখা ছাড়িয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিল) তাই চাই, তাই চাই—তারা জাগুক, তারা বলুক,—আমরা আছি।

দীপ্তি দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, অনিল-বাবুর মুখ পাংশু হইয়া উঠিল, শিবনাথের হাতের কাপ হাতেই রহিয়া গেল

এ দেশের শ্রমিকের দল যেন একটা বিরাট কুম্ভকর্ণ—

ঘুমুচ্ছে, কেবলই ঘুমুচ্ছে। এ ঘুমের আর যেন বিরাম নেই। তারা—জাগুক তারা জাগুক, আমাদের বিরুদ্ধেও তাদের বিপ্লব-অগ্নি উদ্‌গীরণ করুক, আমরাই হই তাদের শত্রু—কোপানলের প্রথম আহুতি।

দীপ্তি ধীরে ধীরে আসিয়া বিদ্যুতের পাশে দাঁড়াইল, অনিলবাবু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন

তারা তা করছে কই! তাদের প্রাণে বাঁচবার সাধ জেগেছে, কিন্তু বাঁচবার সাহস তারা সঞ্চয় করতে ত আজও পারল না! এই না-পারার দুঃখই ত হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ অনিলবাবু!

শিবনাথ তন্ময় হইয়া গিয়া মাথা দুলাইতে লাগিল

অনিল ॥ (শঙ্কিত কণ্ঠে) আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, বুড়ো মা আছেন, ঘর-সংসার আছে—

বিদ্যুৎ ॥ এ ছাড়া ত বাঙলার কোন লোকই চলে না। এ ত সবারই আছে অনিলবাবু, এ দুর্বহ গুরুভার নিয়েই ত আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

শিব ॥ যদি বইতে না পারি?

বিদ্যুৎ ॥ পথের ধারে ফেলে রেখে অগ্রসর হব। এ মত তোমারও নয় দীপ্তি?

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল

অনিল ॥ এ আমি সমর্থন করতে পারলুম না কিছুতেই। য়্যাবষ্ট্রাক্ট-এর জন্তে কন্‌ক্রিট কিছু পরিত্যাগ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে শুধু অন্যায় নয়—অবিচার।

বিদ্যুৎ ॥ এ ত ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর ম্যাণ্ডেট নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থান ত এখানে নেই।

অনিলবাবু নীরব রহিলেন

শিব ॥ যারা একটা ক্ষণিকের মোহে ভুল ক'রে এই ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে—

বিদ্যুৎ ॥ তাদের মোহ কেটে গেলে তারা একে পরিত্যাগ করবে।

শিব ॥ তাদের উপর তোমাদের কোন—

দীপ্তি ॥ (শিবনাথের মুখ থেকে কথা কাড়িয়া) অনুযোগও নেই, অভিমানও নেই। এই নির্বিকার মনোভাবই হচ্ছে মনুষ্যত্বের পথে একমাত্র পাথেয়।

শিব ॥ সত্যিই দীপ্তি-মা! এ সত্যের দর্শন যারা না পেয়েছে, তাদের পক্ষে কোন কিছু করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

দীপ্তি ॥ অনিলবাবুর মতের সঙ্গে বোধ হয় মিলছে না।

অনিল ॥ শুধু মিলছেই না, নয়, বিদ্যুৎ, আমি আর এ বোঝা বইতে পারছি নে। এই দেখ—

একখানা চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া বিদ্যুতের হাতে দিলেন

বিদ্যুৎ ॥ (পড়িয়া) আপনার বাড়ীওয়ালা আপনাকে নোটিশ দিয়েছে উঠে যাবার জন্যে—

অনিল ॥ শুধু তাই নয়, ছ-মাসের ভাড়া বাকী। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্যে নোটিশ বার করেছে। স্ত্রী কিছু না বলেই ছেলেপুলের হাত ধরে বাপের বাড়ী চলে গেছে। এ ভার আর আমার সহ্য হচ্ছে না বিদ্যুৎ।

শিবনাথ ও দীপ্তি নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল

বিদ্যুৎ ॥ যদি সহ্য করতে না পারবেন তাহলে আপনাকে রেজিগ্‌নেসন্‌ দিতে হবে। এ অনুরোধ-উপরোধের কাজ নয়।

অনিল ॥ আজই আমি রেজিগ্‌নেসন্‌ লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন বিদ্যুৎ
লিখিতে সুরু করিল—যেন কোন কিছু হয় নাই

শিব ॥ চা যে তোমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল বিদ্যুৎ।

বিদ্যুৎ কোন উত্তর দিল না, যেমন
লিখিতেছিল তেমনি নীরবে লিখিয়া চলিল

দীপ্তি ॥ আজ দু-দিন থেকে ত পেটে কিছু পড়ে নি—

বিদ্যুৎ তবু নীরব, একটু রাগ করিয়াই সে কহিল

পরের উপরও যেমন কর্ত্তব্য আছে, নিজের প্রতিও তেমনি একটা কর্ত্তব্য থাকা কি উচিত নয়?

বিদ্যুৎ ॥ সে সম্বন্ধে আমি সজাগ আছি দীপ্তি।

দীপ্তি ॥ সজাগ মানুষের ভাণ-করা-ঘুম, তাই ভাঙান যায় না।

রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। বিদ্যুৎ লেখা বন্ধ করিয়া একবার তাকাইল, তারপরে পুনরায় লিখিতে সুরু করিল

শিব ॥ বিদ্যুৎ, তোমার কুম্ভকর্ণের ঘুম কি অসময়েই ভাঙানো হয় নি? এ কি একবার ভেবে দেখবে না?

বিদ্যুৎ ॥ না। সময়-অসময়ের বিচার করবে তারা যারা চলবে হিসেব ক'রে, একটি একটি ক'রে পা ফেলে; যারা ভীরুর মত মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চায়, তারা।

শিব ॥ ভীরুর দলেই যে সংসার পূর্ণ, বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ হাসিল, জবাব দিল না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল

আচ্ছা, অনিলবাবুকে একতিলও বিশ্বাস কর?

বিদ্যুৎ ॥ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ত শ্রমিকের জীবনে উঠতেই পারে না। এরা বিশ্বাস করেও ঠকেছে, অবিশ্বাস করেও মজেছে। অনিলবাবুর সম্বন্ধেও আমাদের সেই ধারণা। যাক, স্বেচ্ছায় ছেড়ে গেল—আমি অন্তত সেন্‌সর্‌ ম'শন্‌ মুভ করার দুঃখ থেকে অব্যাহতি পেলুম।

শিবনাথ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল

অনিলবাবু যে বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরদের সঙ্গে কোন কিছু গোপন চুক্তি করেছে—এ সংবাদ আমি পেয়েছি শিবু।

শিব ॥ (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তবু এই রাস্কেলটার সঙ্গে একাসনে বসে কথা কইলেন ?

বিদ্যুৎ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নুর মুহম্মদের প্রবেশ

বিদ্যুৎ ॥ সন্তোষ গেছল ?

নূর ॥ না, আমিই গেলাম।

বিদ্যুৎ ॥ বুলেটিন ডিস্‌ট্রিবিউট করা হয়েছে।

নূর ॥ না, তারা ছাপে নি।

ক্লান্তের মত বসিয়া পড়িল

বিদ্যুৎ ॥ কেন ? ছাপেনি কেন ?

নূর ॥ তারা আর আমাদের কোন কিছু ছাপবে না। তাদের পাওনাদারের দল আমাদের সাহায্য করার জন্যে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

বিদ্যুৎ। এইটেই আমি আশা করেছিলুম। কিন্তু আমাদের বসে থাকলে ত চলবে না। ব্যারাকে ব্যারাকে লোক পাঠিয়ে ষ্ট্রাইকের খবর প্রচার করবার ব্যবস্থা কর।

নূর ॥ শুধু তাই নয়। আজ যে মিছিল বের করার ব্যবস্থা

করেছিলেন তা বের হবে না, সারা জেলায় একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে।

বিদ্যুৎ ॥ এও আমি আশা করেছিলুম নূর। এ নতুন কিছু নয়, এই বাধাবিপত্তির স্তূপ—এরই মধ্যে গড়ে উঠবে আমাদের পায়ে চলার পথ আমাদেরই চলার বেগে, একে চূর্ণ করাই হচ্ছে শ্রমিকের মুক্তি।

নূর ॥ আজ ক'দিন থেকে কোন কিছু সাহায্য না পেয়ে সকলে যেন কেমন হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ ॥ আমিও তা লক্ষ্য করেছি।

নূর ॥ তারা ভাবছে তাদের এই মর্ম্মান্তিক দুঃখভোগ যেন বৃথাই গেল।

বিদ্যুৎ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল

নূর ॥ যে-সব নতুন লোক আজ কাজ করবার জন্যে এসেছে তাদের দেখে এরা যেন পাগল হয়ে উঠেছে। দূর থেকে অনর্গল গালাগালি চালাচ্ছে।

বিদ্যুৎ ॥ (ব্যথিত ম্লানকণ্ঠে) এত নিষেধ করছি, কিছুতেই তাদের সংযত করতে পারছি নে! নূর, তাদের শান্ত হতে অনুরোধ কর বিশেষ করে।

নূর চলিয়া যাইতেছিল, দীপ্তি প্রবেশ করিয়া ডাকিল

দীপ্তি ॥ নূর!

নূর ॥ কেন বৌদি?

দীপ্তি ॥ আর ত কিছু নেই। এই ক'গাছ চুড়ি আছে—এগুলি বিক্রী করে যা পাও তাই দিয়ে অন্তত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটু দুধের ব্যবস্থা কর।

নূর ॥ না, পারব না।

দীপ্তি ॥ কি পারবে না?

নূর ॥ ওই গা থেকে ত একে একে সব গয়নাই আমি খুলে নিয়েছি—অবশিষ্টটুকু অন্তত আর কেউ নিয়ে যাক্। আমি অক্ষম।

নূর কাঁদিয়া ফেলিল

দীপ্তি ॥ ছিঃ নূর! ছেলেমানুষের মত কাঁদে! আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

নূর ॥ বৌদি, অন্য কেউ দিলে হয় ত নিতে পারতাম। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আর নিতে পারব না। আমার অপরাধ ক্ষমা করো, এ অনুরোধ আর করো না।

দীপ্তি ॥ (স্থির গম্ভীর কণ্ঠে) তুমি তোমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পোষ্টআপিস থেকে তুলে দিয়েছ, আমরা ত কথা কই নি। কিন্তু আমায় অনুরোধ করতে নিষেধ করছ কেন? বোধ হয় আমি নারী বলে?

নূর ॥ যদি তাই হয়, তাহ'লে সেটাই কি যথেষ্ট কারণ নয় বৌদি?

দীপ্তি ॥ না—না। বোধ হয়, দুজনে আমরা সমবয়সী। নারী-

পুরুষের পার্থক্য ত কর্ম্মীর জীবনে নেই। আমরা ওয়ার্কার—এই আমাদের পরিচয়—এই বৃহত্তর পরিচয়ের মধ্যে নারী-পুরুষের পার্থক্যের সংকীর্ণতা শুধু অমঙ্গলই নয়—ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নীতিবিরুদ্ধও। ধর—তোমায় নিতেই হবে। নতুবা তোমাদের সদস্যদের তালিকা থেকে আমার নাম তুলে দাও।

চুড়ি ক'গাছ নূরের হাতে তুলিয়া দিল। বিদ্যুৎ লিখিতেছিল—লিখিতেই লাগিল। নূর বাহির হইয়া গেল, চোখে তার অশ্রুবিন্দু, মুখে গৌরব-দীপ্তি

শিব ॥ মা, এই আত্মত্যাগ না আবার আত্মবলি হয়ে দাঁড়ায়।

দীপ্তি ॥ তাতে ভয় পাবার কিছু নেই বাবা। বলির রক্তে যূপকাষ্ঠ ও মন্দির-দেবতাই কলঙ্কিত হয়, বলির কিছু এসে যায় না।

দীপ্তির কথা শুনিয়া বিদ্যুৎ হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া লেখা বন্ধ করিয়া বিস্মিত নেত্রে তাহার সরল প্রসন্ন মুখের পানে তাকাইল। তাহার সে দৃষ্টি বিদ্যুৎকে কেবল বিস্মিতই করিল না, গর্ব্বিতও করিয়া তুলিল

বিদ্যুৎ। এই মেঘাচ্ছন্ন জীবনের অমানিশার শূন্যতার মাঝে তোমার বাণী যেন বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই মাঝে মাঝে পথহারাকে পথ দেখিয়ে দেয়।···

দীপ্তি। থামুন, কবি মশা'য়, থামুন! পথহারাকে পথ দেখাতেই পারে, কিন্তু অভুক্তকে খেতে দেওয়া ত দূরের কথা, এক কাপ চা খাওয়াতেও পারে না।

বিদ্যুৎ॥ আমার ভাগ্যে তবু চা জুটেছে, কিন্তু বাইরে—যারা দিনের পর দিন অভুক্ত রয়েছে সেই নিরন্নদের সম্মান দিই নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। আমি যে তাদেরই একজন—এ ভোলারই বা শক্তি কোথায়? তুমিও ত ভুলতে পার নি, তুমিও ত নিজেকে উপবাসে ক্লিষ্ট ও করুণ ক'রে তুলেছ।

দীপ্তি॥ আমার বয়ে গেছে।

এই উদ্যত বিপদের মাঝে দীপ্তির কলকণ্ঠ যেন করুণায় উৎসারিত কলকল ধ্বনির মত বাহির হইল। শিবনাথের অত্যন্ত ভাল লাগিল। সে মাথা দোলাইতে লাগিল

যত সব হতভাগ্য পাগলের দল কাঁদছে—বক্‌ছে—নিষ্ফল আস্ফালন করছে, তাদের জন্যে যেন আমার ঘুম ধরে না!

বিদ্যুৎ হাসিতে লাগিল

কেন রে বাবা, এত দেমাক কিসের! অসুখ করলে—দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। কলে কিছু হ'লে ওয়ার্কার্স কম্‌পেন্সেসন য়্যাক্ট রয়েছে—দুরন্ত শিশুর দল জ্বালাতন করে ব'লে আফিং খাওয়াবার ব্যবস্থা রয়েছে;—ম'রে

গেলে স্ত্রীকে হাত ধ'রে কোয়ার্টার থেকে বার ক'রে দেওয়ার বিধান রয়েছে ;—এত সব কল্যাণের ব্যবস্থা থাকতেও নিন্দে করা ! এ স্বভাব—

বিদ্যুৎ ॥ সব বলা হ'ল না দীপ্তি। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর মাতাল হয়ে দুঃখ ভোলবার ব্যবস্থা রয়েছে—হপ্তা উড়িয়ে দেবার জন্যে বারাঙ্গনার ব্যবস্থা—

শিব। বিদ্যুৎ !

দীপ্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। নরু মিস্ত্রির প্রবেশ। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ—কর্ম্মঠ। দেখিলে মনে হয় গায়ে অসুরের বল। আকৃতিতে পাশবিকতার কুৎসিত ছাপ

নরু ॥ পেন্নাম বাবাঠাকুর !

বিদ্যুৎ ॥ এস—বস। তোমার শপ্-এর মিস্ত্রিদের গোল সব মিটেছে ?

নরু ॥ কি ক'রে মিটবে ! সন্ধ্যার পর সকলের এক পাঁট করে চাই, পাচ্ছে না ত ! আমারই সন্ধ্যাবেলা গা এমনি করতে থাকে—এত হাই ওঠে যে, দাঁড়াতে পারি না—

বিদ্যুৎ ॥ কিন্তু তুমি এই এত সকালে মদ কোথায় পেলে ?

দীপ্তি ব্যথিত ম্লানমুখে নরুর মুখের পানে তাকাইল

নরু। কেন, আপনিই ত কাল রাত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন !

বিদ্যুৎ। কি ! আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম !

নরু ॥ হাঁ গো হাঁ, আপনি! খুব ফুর্ত্তি হয়েছে বাবাঠাকুর, পেন্নাম বাবাঠাকুর!

দীপ্তি ছুটিয়া পলাইল

শুধু ত মদ নয়, আরও ত—(হাসিয়া) সবই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! আপনি দ্যাব্‌তা দাদাবাবু!

সেইখানেই শুইয়া পড়িল। ভিতর হইতে দীপ্তির ক্রন্দন শোনা যাইতে লাগিল। বিদ্যুৎ ও শিবনাথ বিস্ময়াভিভূতের মত চাহিয়া রহিল

কতদিনের পর খেলাম! দেহটা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আজকে একটি কথা বলতে এসেছি ঠাকুর। আমরা ইঞ্জিন-ঘরে কাজ করি, ইচ্ছে করলে একবারটি ইষ্টীম না-ছেড়ে সমস্ত মিল-বাড়ীটা উড়িয়ে দিতে পারি বাবা। আমরা জাত-বাগ্দী, আমাদের প্রাণের ভয় নাই।

উঠিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে গিয়াই পড়িয়া গেল, শিবনাথ ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল

শিব ॥ (নরুর গলাটা ধরিয়া) রাস্কেল! মদ খেয়ে মাতলামো করবার জায়গা পাও নি! যা, বেরিয়ে যা বলছি!

নরু ॥ কে?—শিবুখুড়ো! মাইরি বলছি খুড়ো, ছুঁড়িটা—

দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল

শিব ॥ বেরো বলছি, নইলে ওই দাঁত গুঁড়ো করে দোব।

নরু ॥ গুঁড়ো করে সব শালা—

সে কাপড় বাগাইতে লাগিল

শিব ॥ তবে রে হারামজাদা!

বিদ্যুৎ ॥ (শিবনাথকে ধরিয়া ফেলিয়া) ছিঃ—ছিঃ! তুমিও জ্ঞান হারালে! নরুর মধ্যে কি আর নরু আছে! দেখছ না—ও ভীষণ মাতাল!

নরু ॥ মাতাল! কোন্ শালা বলে মাতাল! আমার জ্ঞান টন্‌টনে আছে, আমি মাতাল নই। আমরা জাত-মাতাল! খুড়ো, আমার ঠাকুর্দ্দা মদ খেয়ে ডুবে মরেছিল, ঠাকুর মরেছে লিবার পেকে—আমি বাবা ঝানু—আমার মাত্রা ঠিক আছে!

সোজা হইতে গিয়া পুনবার পড়িয়া গেল। দীপ্তি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল

শিব ॥ তবু এইসব ছোটলোকদের নিয়ে চলতে হবে! এই জঘন্য ইতরমো—

বিদ্যুৎ। হাঁ শিবু, এই আমাদের যাত্রাপথ।

শিব ॥ এই অমানুষিক কৃতঘ্নতা অসহ্য—একেবারে অসহ্য!

বিদ্যুৎ ॥ অসহ্য হলেও সহ্য করতে হবে। (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) নরু, লক্ষীটি, চল ভাই, ভিতরে শোবে চল।

ধীরে ধীরে তাকে তুলিয়া ধরিল। দীপ্তি আসিয়া তার একদিক ধরিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য।

বিদ্যুৎ ও দীপ্তি নরুমিস্ত্রীকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। শিবনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভিতর হইতে নরুর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল

নরু ॥ বাবাঠাকুর, ওই শালা ম্যানেজার, সেক্রেটারী—ওদের যদি না পুড়িয়ে মারি ত আমার জন্মের ঠিক নেই।

দীপ্তি ॥ আচ্ছা বাবা, এখন একটু ঘুমোও। ঘুম থেকে উঠে যা মনে আসে—করো।

নরু ॥ আমরা মারতেও জানি মরতেও জানি।

দীপ্তি ॥ তোমরা যে ভীরু নও—এ আমরা জানি বাবা। রাস্তাটুকু আসতে বোধ হয় দু'শ বার পড়েছ। গায়ের সর্ব্বত্র ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

নরু ॥ ওই শালার ব্যাটা শালা ম্যানেজারটাই বদমাইস। বলে—তোমার সঙ্গে দুটো য়্যাপ্রেন্টিস্ ছোকরা দেব—একটু একটু কাজ শিখিও।

দীপ্তি ॥ নরু, চুপ কর, একটু ঘুমোও।

নরু ॥ আমি শালা যেন বোকা—আমি কাজ শেখাব !

বিদ্যুৎ প্রবেশ করিল। নির্বিকার—
তার যেন কোন কিছু হয় নাই

শিব ॥ বিদ্যুৎ, এদের দ্বারা কোন কিছু হওয়া অসম্ভব। এদের ভাল করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

বিদ্যুৎ ॥ (হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে) কারও ভাল করার মত শক্তিসামর্থ্য আমার নেই। আমি চাই—আমরা বাঁচব, বাঁচার আনন্দটুকু উপভোগ করব। আবার যখন মরব, মরার ভয়েও যেন শিউরে না উঠি।

শিব ॥ এ হচ্ছে স্বপ্নবিলাসীর স্বপ্ন, তাছাড়া আর কিছু নয়।

বিদ্যুৎ ॥ হবেও বা।···দীপ্তি!

দীপ্তি ॥ (দৌড়িয়া আসিয়া) কেন ?

বিদ্যুৎ ॥ বুদ্ধু মাইতির স্ত্রী যে দরখাস্তটা করেছিল, তার কি ব্যবস্থা করেছ ?

দীপ্তি ॥ খবর নিয়ে জানলুম যে, তার সমস্ত কথাই মিথ্যে, তা ছাড়া, সে মেয়েটাও ভাল নয়।

বিদ্যুৎ ॥ বুদ্ধু তাকে মেরেছিল ?

দীপ্তি ॥ না, তার স্ত্রীই তাকে মেরেছিল। তার হাতে কামড়ে দিয়েছে।

শিবনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

সে-ই মেরে মিছিমিছি ক'রে বুদ্ধুর নামে দোষ দিয়েছে।

বিদ্যুৎ ॥ তার কি ব্যবস্থা করেছ ?

দীপ্তি ॥ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু বুদ্ধু করতে দেয় নি। সে বলেছে, 'ঘরের ব্যবস্থা বাইরেকে দিয়ে হয় না। ও আমি নিজেই ক'রে নেব।'

বিদ্যুৎ ॥ শিবু, একবার এল্-বস্তিতে গিয়ে নন্কুকে ডেকে দেবে। আর এম্-বস্তির ১৩নং ঘরের বুধানীকে বলবে, তার কালকে রাত্রে নক্কুর সঙ্গে মদ খেয়ে মাতলামো করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।

শিব ॥ আচ্ছা।

শিবনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ ফাইলের পর ফাইল উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। দীপ্তি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ একসময়ে দীপ্তির পানে চাহিয়া

বিদ্যুৎ ॥ দীপ্তি, তোমায় যেন বড্ড রোগা দেখাচ্ছে।

দীপ্তি ॥ (মুচকি হাসিয়া) ধন্যবাদ !

বিদ্যুৎ ॥ (খপ্ করিয়া দীপ্তির হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে আনিয়া) এ কি! তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে—কবে জর হয়েছে ? কখন্ হ'ল ? কি খেয়েছ ?

দীপ্তি ॥ এতগুলি প্রশ্নের জবাব বুঝি একবারে দেওয়া যায় ?

বিদ্যুৎ ॥ বেশ, একটা একটা ক'রেই দাও।

দীপ্তি ॥ তাহ'লে শোন—আমার জর হয় নি।

বিদ্যুৎ ॥ এ সত্য নয়। তোমার গা যে অসহ্য গরম।

দীপ্তি ॥ পিত্তির ধাত হ'লে ওই রকমই হয়।

বিদ্যুৎ ॥ কিন্তু মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত ওঠে না।

দীপ্তি ॥ (বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া) কে বললে—কে বললে রক্ত উঠেছে ?

বিদ্যুৎ ॥ আমি জানি। কিন্তু এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। কয়লাকুঠীতে থাকতে প্রথম তোমার এই রোগ সুরু হয়। চিরদিন তুমি তা আমার কাছে গোপন ক'রে এসেছ। আমিও এতদিন উপেক্ষা ক'রে এসেছি। নিরুপায়ের তাছাড়া উপায়ই বা কি !

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া

আমার বলতে লজ্জা করে, দীপ্তি, কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুমি দিন কতক তোমার মা'র কাছে থেকে এস।

দীপ্তি ॥ মা ! মা !

কাঁদিয়া ফেলিল, পরে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। বিদ্যুৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার মুখখানা তুলিয়া

বিদ্যুৎ ॥ তুমি চকদীঘিতেই যাও।

দীপ্তি ॥ মা ত নেই।

বিদ্যুৎ ॥ নেই !

দীপ্তি ॥ চার মাস হ'ল ছেড়ে গেছেন।

বিদ্যুৎ ॥ কই, আমি ত শুনি নি!

দীপ্তি ॥ ইচ্ছে ক'রেই তোমায় শোনাই নি। তাছাড়া তুমি তখন এখানে ছিলে না--মিলে মিলে ঘুরে ষ্ট্রাইক্ করবার জন্যে তুমি তখন বক্তৃতা ক'রে চলেছ—দিন নেই, রাত নেই—অবিরাম।

বিদ্যুৎ অবসন্নের মত চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দীপ্তি কাছে উঠিয়া আসিয়া

রাগ করলে?

বিদ্যুৎ ॥ না। তবে জানলে বোধ করি সময় ক'রে তোমায় একবার পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

দীপ্তি ॥ শোনাই নি ইচ্ছে ক'রেই। তাছাড়া শোনালে তোমার লোকসান ছাড়া লাভ হ'ত না।

বিদ্যুৎ ॥ আমার জীবনটাই ত মস্তবড় লোকসান, দীপ্তি!

একটু নীরব থাকিয়া

এ জীবনে কি পেলুম? কেবল হাতড়ে বেড়ানোই সার হ'ল!

দীপ্তি ॥ এ কি! তুমি অত অস্থির হচ্ছ কেন? তোমার সেই অটুট আস্থা কোথায় গেল?

বিদ্যুৎ ॥ নেই। নিজের 'পরেও না, পরের ওপরেও না।

দীপ্তি ॥ না, না, এ রকম হ'লে চলবে না। তুমি শক্ত হও।

বিদ্যুৎ ॥ অশক্ত আমি নই দীপ্তি। চারিদিকের এই অনাস্থা, সন্দেহ, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, হীনতা—আমায় যেন পাগল ক'রে দিয়েছে। অথচ মজা এই—এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ কেটে অগ্রসর হতে হবে। যাক্—নরু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে ?

দীপ্তি ॥ হাঁ।

বিদ্যুৎ ॥ (দীপ্তির কপালে হাত দিয়া) মনে হচ্ছে, তোমার অসুখটা যেন বড্ড বাড়ছে।

দীপ্তি ॥ না। এ সময়টায় একটু বাড়ে বটে, তবে ও কিছু নয়।

বিদ্যুৎ ॥ একবার তোমার বাবার কাছে গেলে হত না ?

দীপ্তি ॥ না।

বিদ্যুৎ ॥ কেন ? হয় ত শরীরটা একটু সারত।

দীপ্তি ॥ সেখানে যাবার উপায় নেই। বাবা ফের্ বিয়ে করেছেন, প্রবোধ বাড়ী ছেড়ে কোথায় গেছে কে জানে।—

দীপ্তির চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল, বিদ্যুৎ কি বলিতে গিয়া কথা খুঁজিয়া পাইল না

আর মা বেঁচে থাকলেও যাওয়া হত কি ক'রে ? তোমায় ত ফেলে যেতে পারতুম না।

মিঃ রয় ॥ (নেপথ্য হইতে) বিদ্যুৎ, ঘরে আছ ?

বিদ্যুৎ ॥ (দীপ্তির পানে চাহিয়া) মামাবাবু না ?···আসুন।

বেঙ্গল ন্যাশনাল জুট মিল্‌স্ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রয়, ওরফে দয়াময় রায়, প্রবেশ করিলেন। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, দেখিতে সুশ্রী, চেহারা সবল। সাহেবী পোষাকে তাঁহাকে মানাইয়াছিল বেশ

বিদ্যুৎ ॥ (একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া) বসুন—বসুন মামাবাবু।

মিঃ রয় চেয়ারে বসিলে দীপ্তি তাঁহাকে প্রণাম করিল

মিঃ রয় ॥ থাক্—থাক্।···কিন্তু তোর চেহারা যে বড্ড বিশ্রী লাগছে মা? অসুখবিসুখ করে নি ত?

দীপ্তি ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল) না। আপনি কেমন আছেন মামাবাবু?

মিঃ রয় ॥ ভালই আছি। এটা হচ্ছে দেহের কথা মা, কিন্তু মনের কথা জানতে তোমরা—অন্তত বিদ্যুৎ—চাইবে না। বিদ্যুৎ, তুমি বস। তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ যে, আমি একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিদ্যুৎ ॥ হাঁ। না হ'লে আপিস যে আপনি ছেড়ে আসতেন না এও সকলেই জানে।

মিঃ রয় ॥ (হাসিয়া কহিলেন) হাঁ, আমার একটা দেশজোড়া

অখ্যাতি আছে যে, আমি শ্রুড্ বিজ্‌নেস্ ম্যান্।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া

এ বোধ হয় তাদের গালাগালি নয়, বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ ॥ না—এ প্রশংসা। ব্যবসা সম্বন্ধে যে আপনি কত সীরিয়স্ এ অন্য কেউ না জানুক—আমি জানি!

মিঃ রয় ॥ বিজ্‌নেস্! বিজনেস্‌কে সীরিয়স্‌লি না নিলে রীতিমত ট্যাক্‌ল্ করা যায় না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিক্‌স্। এ কথাটা কটা লোকে বোঝে? না হ'লে চার টাকার জিনিষ কিনে সোয়া পাঁচ টাকায় বিক্রী করলাম—এ ব্যবসা নয়, দালালী।

বিদ্যুৎ ॥ সত্যি তাই।

মিঃ রয় ॥ কে একজন মহাপুরুষ ব'লে গেছেন, নামটা ঠিক মনে নেই—বিজ্‌নেস্ অনেকেই করে, বাট্ টু বি সাক্‌সেস্‌ফুল ইন্ বিজ্‌নেস্—দ্যাট্ ইজ্ সাম্‌থিং ভেরি হার্ড।

বিদ্যুৎ ॥ এ ত অস্বীকার করবার জো নেই।

মিঃ রয় ॥ ব্যবসায়ে কেউ বড় হ'লে লোকের চোখ টাটায়। কিন্তু তারা বোঝে না, জানে না যে, তার মধ্যে কতখানি ত্যাগ, কত ডিলিজেন্স, কত ফার্‌সাইটেডনেস্ আছে! এও তুমি আশা করি অস্বীকার করবে না।

বিদ্যুৎ ॥ না। আর এও বোধ করি আপনি অস্বীকার করবেন না যে, তার সঙ্গে আছে মূর্খ নিরন্ন শ্রমিকের নীরব আত্মদান।

মিঃ রয় ॥ নিশ্চয়। তাদের ছাড়া আমাদের চলার জো আছে?

বিদ্যুৎ ॥ হতভাগার দল এতদিন এই সত্যের সন্ধান পায় নি। ধনিকের ধনের মূল্য ও শ্রমিকের শ্রমের মূল্য যে এক—এ তারা এতদিন ভুলেই ছিল, কিন্তু নিজেদের ভুলে থাকার দিন তাদের ফুরিয়েছে।

মিঃ রয় ॥ বিদ্যুৎ, এ তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে, পরস্পরের কো-অপারেশন্ ছাড়া শ্রমিক ও ধনিক—কেউই এই দুঃসময়ে দাঁড়াতে পারবে না।

বিদ্যুৎ ॥ ভুলে আমি যাই নি মামাবাবু। কো-অপারেশন্ কথাটা এত ব্যাপকভাবে আপনারা ব্যবহার করেন যে, দরিদ্র শ্রমিকের জ্ঞান ততদূর পৌঁছয় না। ধন ও শ্রম যে কাঁচির দুটো ফলা, এ বরং ধনের মোহে আপনারাই ভুলেছেন। আপনাদের মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতে হয়। এ আমাদের দুর্ভাগ্য।

মিঃ রয় ॥ মনে করিয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তোমরা নিজেরাই করছ। এই যে আন্‌কল্ড ফর্ স্ট্রাইক্ করেছ—এ তোমাদেরই দুর্ভাগ্য। মানুষের দুঃখকষ্ট শেষ সীমায় পৌঁছেছে—এ তোমাদের নজরেও পড়ে না।

বিদ্যুৎ ॥ পড়লেও কি করছি বলুন। অসহায়ের শেষ উপায় সোল ফোর্স। চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে তার পথ—

মিঃ রয় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া

মিঃ রয় ॥ নিরক্ষর মিনিয়াল্স্-দের দিয়ে সোল ফোর্স-এর ব্যাখ্যা চলে না, চলে না, বিদ্যুৎ। সোল ফোর্স-এর প্রতিষ্ঠা সেল্ফ-পিউরিফিকেশন্-এর উপর। তাদের দেহের বলই সর্ব্বস্ব। সোল ফোর্স তারা পাবে কোথায়?

বিদ্যুৎ ॥ আমি জানি মামাবাবু, যেখানে অনুরোধ-উপরোধ, কাকুতিমিনতি ক'রে কিছু পায় না, সেখানে মূর্খের দল তাদের দৈহিক বলের দ্বারা তাদের দাবীর প্রতিষ্ঠা করতে চায়—কিন্তু তাতে তাদের দাবীর প্রতিষ্ঠা হয় না। লাভের মধ্যে লাভ হয়, কাতারে কাতারে তারা প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

মিঃ রয় ॥ এ জেনেও কেন তাদের উত্তেজিত ক'রে তুলেছ, বিদ্যুৎ? তারা নিরক্ষর, তারা নিজেদের খাওয়া-পরা ছাড়া কিছু জানে না। তাদের উত্তেজিত ক'রে তোলা মানেই তাদের হত্যা করা।

বিদ্যুৎ শিহরিয়া উঠিল

বিদ্যুৎ ॥ তাদের ত আমি উত্তেজিত করি নি। তাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি যে, তারাও মানুষ। জীবন-মৃত্যুর

মধ্যেকার ক্ষণটুকু যেন তারা সোজা হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে চলতে পারে—চলার আনন্দে যেন তারা চলার ব্যথা ভুলতে পারে।

মিঃ রয় নীরব রহিলেন। দীপ্তি নীরবে দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল

মানুষের এই অতিক্ষুদ্র দাবী—এ আপনারা মানুষ হয়ে কেন মানতে চান না, মামাবাবু?

বিদ্যুতের ব্যথিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ রয় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নীরব রহিলেন

ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীর ধূয়ো তুলে দেশের সমস্ত খবরের কাগজগুলিকে আপনারা গ্যাগ্ করেছেন। কেউ বলছে—রক্ত চাই, আর কেউ বলছে—যে-কোন উপায়ে দেশের শত্রুর নিপাত চাই। তার উপর একশ' চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে—আমার কোন কিছু করবার উপায় নেই। খবরের কাগজের চীৎকারে, বাইরে থেকে যে সাহায্য পাচ্ছিলাম, তাও বন্ধ হয়েছে।

মিঃ রয় হাসিয়া

মিঃ রয়॥ এই কীন্ কম্‌পিটিশন্-এর দিনে আমরা অতিকষ্টে এই প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে তুলেছি, বিদ্যুৎ, একে বাঁচাতে আমরা কোন উপায়ই অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করব না।

বলিয়া পকেট হইতে রিভলভারটি বাহির

করিয়া পুনরায় পকেটে রাখিলেন।
দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল. বিদ্যুৎ মৃদু হাসিয়া

বিদ্যুৎ ॥ আমি জানি।

মিঃ রয় ॥ ন্যাশনাল কথাটার কি কোন মর্য্যাদাই নেই তোমার কাছে ?

বিদ্যুৎ ॥ আছে। কিন্তু এ ত ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রী নয়, মামাবাবু, বিদেশীর সঙ্গে এর কোন পার্থক্যই নেই—আপনারা সকলেই বেঙ্গল চেম্বার অফ জুট মিল্‌স্‌-এর মেম্বর, আপনাদের নিয়মকানুন ত একই।

মিঃ রয় ॥ এতে দেশের কতকগুলো লোক টাকা পাচ্ছে। জান ত, আমাদের রেজিষ্টার্ড মেমোরেণ্ডাম্ অফ্ য্যাসোশিয়েশন্‌-এ একটা ক্লজ আছে—ইণ্ডিয়ান ভিন্ন কেউ এর শেয়ার-হোল্‌ডার্ হতে পারবে না।

বিদ্যুৎ ॥ জানি, কিন্তু তাদের অত্যাচারও ত বিদেশীদের চেয়ে কম নয়। সেই বঞ্চনা, সেই উপেক্ষা, সেই আশায় নিরাশ করা। মামাবাবু, ওয়ার্কার কথাটাকেও আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না,—এ একটা বিরাট গোষ্ঠী—এর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, সমস্ত বর্ণের সমন্বয় ঘটেছে—এর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য নেই—শাসক-শাসিতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব নেই। আপনাদের

ওই যে ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—দি বেঙ্গল ন্যাশনাল জুট মিল্‌স্ লিমিটেড্—এই গাঁয়ের বুকে দানবের মত তার বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওর মুখে শ্রমিকের কত ব্যর্থ শ্রম, কত ব্যর্থ অশ্রু আজ জমাট বেঁধে রয়েছে—তা কি—

মিঃ রয় ॥ তার মানে ?

বিদ্যুৎ ॥ তার মানে ?—তার মানে আপনাদের বড় পুলীটার বেল্টিং-এ জড়িয়ে গিয়ে বুধানীর বাইশ বছরের ছেলেটা মরে গেল—আপনারা প্রমাণ করলেন যে, সে আত্মহত্যা করেছে। তার স্ত্রী, তার শিশুপুত্র ইন্সিওর থেকেও বঞ্চিত হ'ল—কম্‌পেন্সেশন্ য়্যাক্ট-এর কোন ক্লজ্ তাদের পেটের ক্ষুধার উপশম করতে পারলে না।

মিঃ রয় ॥ তার স্ত্রীকে ত আমরা কাজ দিয়েছি।

বিদ্যুৎ ॥ হ্যাঁ দিয়েছেন। অর্থাৎ তার শিশুপুত্রকে তিল তিল ক'রে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছেন।

মিঃ রয় ॥ তার মানে ?

বিদ্যুৎ ॥ তার মানে ?—তার মানে আপনারা হত্যাকারী, আপনারা নিষ্ঠুর, আপনারা নৃশংস। সে শিশুকে আফিং খাইয়ে ঘরে রেখে যায়, আর সারাদিন আপনাদের পাটের বস্তা বয়ে বেড়ায়—এই যে নীরব

হত্যা, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? মামাবাবু, এর বোঝাপড়ার সময় কি আজও আসেনি?

দীপ্তি নীরবে শুনিতে লাগিল। মিঃ রয় কিছুক্ষণ কথার জবাব দিতে পারিলেন না, পরে গম্ভীরকণ্ঠে

মিঃ রয় ॥ বিদ্যুৎ, তুমি আমার আত্মীয়। তোমার উপর দাবীও আমার যথেষ্ট আছে।

বিদ্যুৎ ॥ নিশ্চয়।

মিঃ রয় ॥ জামুড়িয়া কোল্ কন্‌সার্ণ-এ তুমি প্রথম কাজে ঢোকো। সেখানে একটা ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলে—

বিদ্যুৎ ॥ হাঁ, কিন্তু সফল হই নি। তারা আমায় ডিস্‌মিস্ করে। তারপর আপনারই সুপারীশে এখানে চাকরি করতে সুরু করি।

মিঃ রয় ॥ তোমার নিজের ওপরে যেমন তোমার কর্ত্তব্য আছে, তোমার মামাবাবুর প্রতিও তেমনি একটা কর্ত্তব্য থাকা উচিত নয় কি?

বিদ্যুৎ জবাব দিল না

তোমার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—তুমি ষ্ট্রাইক্ কল্ অফ কর।

বিদ্যুৎ ॥ আমিও ত তাই চাই, মামাবাবু। আপনি তাহলে

আমাদের ইউনিয়নকে স্বীকার করুন, আর কথা দিন যে, আমাদের অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

মিঃ রয় ॥ আমায় চলতে হচ্ছে চেম্বার-এর ডিরেক্‌শন্ অনুযায়ী, আমি আণ্ডারটেকিং দিই কি করে, বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎ ॥ আমিও ত মামাবাবু, আমাদের এত দুঃখভোগ, এত পীড়ন বৃথায় যেতে দিতে পারি নে।

মিঃ রয় ॥ কিন্তু, তা যদি না পার, তা হলে সবচেয়ে বড় সর্ব্বনাশ হবে তোমারই।

বিদ্যুৎ ॥ আমার !

মিঃ রয় ॥ হাঁ, তোমার !

বিদ্যুৎ হাসিল, পরে গম্ভীর হইয়া

বিদ্যুৎ ॥ মামাবাবু, নাশ কথাটা তবু বুঝতে পারি, কিন্তু আমার সর্ব্ব কথাটার ত মানে কিছুই হয় না। আমার নিজের বলতে ত পরণের কাপড় ছাড়া কিছু নেই। বাস্তুভিটা একটা ছিল শুনেছি, কাকারা এমনিভাবে তা দখল ক'রে বসেছেন যে, সেখানে আমার ঘেঁষবারও জো নেই।

মিঃ রয় ॥ কিন্তু জান বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান। আমি উইল করেছি, আমার অবর্ত্তমানে আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে দীপ্তি ?

বিদ্যুৎ ॥ দীপ্তি ! এ কি পরিহাস, মামাবাবু ?

মিঃ রয় ॥ পরিহাস নয়, বিদ্যুৎ। ভাগিনেয়ীর আমার অভাব নেই,

তাদের খোসামোদেরও অন্ত নেই, কিন্তু যে আমার এ বিপুল সম্পত্তির পানে ভুলেও তাকায় না, তাকে সম্পত্তি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে কঠিন !

দীপ্তি আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল

মিঃ রয় ॥ এই পৃথিবীব্যাপী ট্রেড্ ডিপ্রেশন্—আমাদের এ বীজনেস্‌কেও ভীষণভাবে হিট্ করেছে। ইকনমিক্-ওয়ার্ল্ড-এ সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিনান্‌শিয়াল্ ক্রাইসিস্ এসেছে—যারা সহ্য ক'রে এটা কাটিয়ে উঠতে পারবে—তারাই বাঁচবে।

বিদ্যুৎ ॥ আপনারা বাঁচবেন, মামাবাবু, দ্বিগুণ উৎসাহে আবার এক্সপ্লয়টেশন্ সুরু করবেন। বাঁচবে না কেবল তারা—যারা বুকের রক্ত দিয়ে আজ আপনাদের বাঁচাচ্ছে। এ যে ফ্রড্ !

মিঃ রয় ॥ বিদ্যুৎ, অত্যন্ত ষ্ট্রং টার্ম্ ব্যবহার করছ ! এ ফ্রড্ নয়, এ হচ্ছে এই কীন্ কম্‌পিটিশন্-এর যুগে মানুষের বাঁচবার একটা কৌশল মাত্র।

বিদ্যুৎ ॥ (হাসিল, পরে) ক্যাপিটালিজ্‌ম্-এর মজাই এই যে, শোষণ যখন তারা করবে, তখনো তারা সর্ব্বদাই আপনাদের মনকে সজাগ রাখবে এই বলে যে, যাদের তারা এক্সপ্লয়েট্ করছে তারা সর্ব্বদাই ধন-সম্পদে পূর্ণ। যা-কিছু ঘটছে সবই আপনাদের

মঙ্গলের জন্য। এই যে তুলনা, এই যে উপহাস—এ যখন ধরা পড়ে তখন বঞ্চিতের কোন কিছু করবার সামর্থ্য থাকে না।

বিদ্যুৎ আরওকি বলিতে যাইতেছিল, দীপ্তি থামাইয়া দিয়া

দীপ্তি ॥ মামাবাবু, আপনাকে কি একটু চা ক'রে দেব ?

মিঃ রয় ॥ না, থাক—থাক মা। হাঁ বিদ্যুৎ, যা বলছিলুম—এই ইকনমিক্ ক্রাইসিস্ এড়াবার জন্যেই আমরা রিট্রেঞ্চমেণ্ট করেছিলুম—কিন্তু তোমরা তার জবাব দিলে ষ্ট্রাইক ক'রে।

বিদ্যু ॥ এ ভিন্ন উপায় কি বলুন ? যখন লাভ করেছেন তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ডিভিডেণ্ড ডিক্ল্যায়ার করেছেন, তখন ত কই হতভাগা শ্রমিকদের ভাগ্যে কিছু পড়ে নি !

মিঃ রয় ॥ (একটু নীরব থাকিয়া) এই ফিনান্‌শিয়াল্ ক্রাইসিস্ এড়াবার জন্যে আমরা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিশ লক্ষ টাকা ধার নিই, কিন্তু তারা মিলের প্রোপার্টি বাঁধা রেখে দিতে চাইল না, তখন নিরুপায় হয়ে আমায় নিজের সম্পত্তি গ্যারাণ্টি দিতে হয়েছে।

বিদ্যুৎ ॥ মামাবাবু, এ আপনি কি করেছেন ?

মিঃ রয় ॥ আমার একটা কামনা যে, ব্যাক্‌ওয়ার্ড বাঙলাদেশকে বিজনেস্ ওয়ার্ল্ডের ফোরফ্রণ্ট-এ আনব, এনেওছিলাম।

কিন্তু গত বছর ষ্টক-এ আগুন লেগে সব ছাই হয়ে গেল। সেই সময়ই টাকা ধার করতে হয়।

বিদ্যুৎ যেন পাথর হইয়া গেল। দীপ্তির চোখ দুটো অশ্রুসজল হইয়া উঠিল

আমি কঠিন, আমি পাকা ব্যবসাদার মানুষ এইটেই তোমাদের নজরে পড়ে, কিন্তু আমার রিস্ক তোমাদের নজরে পড়ে না।

দীপ্তি মিঃ রয়ের চেয়ারের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথার চুলগুলির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। দীপ্তিকে সামনে টানিয়া বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে

শেয়ারের দর দিন দিন পড়তে লাগল, কিছুতেই ষ্টেবিলিটি আনতে পারলুম না। কোম্পানীর কাগজ যা ছিল, সব বিক্রী ক'রে দিনের পর দিন শেয়ার কিনে যেতে লাগলুম—আমার বলতে যা-কিছু এখন সবই ইন্‌ভেষ্ট করা হয়েছে এই মিলে।

বিদ্যুৎ নীরবেই বসিয়া রহিল। দীপ্তি ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিয়া মিঃ রয়ের কোলে মাথা লুকাইল। বিদ্যুৎ উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল

মিঃ রয়॥ (দীপ্তির মাথায় হাত রাখিয়া) আমি নিঃসন্তান, বিপত্নীক, সংসারে আমার কেউ নেই। এই মিলই

ছিল আমার একান্ত আত্মীয়, এরই মধ্যে দিয়ে চেয়েছিলুম কেরাণী-বাঙলার বুকে একটা নব অভিযানের সূচনা আনতে।

দীপ্তি ॥ (মাথা তুলিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে) সূচনা এনেছেন, কিন্তু প্রাণ জাগাতে পারেন নি, মামাবাবু। বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ, পাট আর চাল এ দুটি জিনিষ বিক্রীর উপর নির্ভর করে বাঙলার খরিদ করবার শক্তি। কিন্তু আপনারা চিরদিন চেয়েছেন কৃষকের সেই শক্তিকে বিক্ষিপ্ত রাখতে। পেরেছেনও, কিন্তু তাতে তাদের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন জটিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তেমনি জটিলতর হয়েছে আপনাদের অর্থনীতি।

মিঃ রয় নীরব রহিলেন

বিদ্যুৎ ॥ মামাবাবু, জীবনভোর দুঃখের জের টেনে সামনের দিকে চলেছি, পদে পদে বিপদের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, পিছনের দিকে কোনো দিন তাকাইও নি। কিন্তু আজ বোধ হয় প্রথম—

দীপ্তির পানে অসহায়ের মত তাকাইল

দীপ্তি ॥ আজও তাকাবার কোন প্রয়োজন নেই।

মিঃ রয় ॥ দীপ্তি, তুই আমার মেয়ে নস্, কিন্তু আমি আর তোর স্বর্গগতা মামীমা তোকে মানুষ করেছি।—

দীপ্তি ॥ উঃ ! মামীমা ! কি ভালই না আমায় বাসতেন !

মিঃ রয় ॥ কিন্তু তোর সঙ্গে বিরোধ হয় তোর বিয়ে নিয়ে।

দীপ্তি ॥ সে পুরানো কথায় কাজ কি, মামাবাবু ?

মিঃ রয় ॥ বিদ্যুৎ আমাদের সংস্পর্শে আসে কোল্ কন্‌সার্ণ নিয়ে, আমরা এই বিয়েতে মত না দিলে তুমি আমাদের স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে—

বিদ্যুৎ ॥ দারিদ্র্যকে বরণ করে।

দীপ্তি তাহার উজ্জ্বল আয়ত চোখদুটি তুলিয়া বিদ্যুতের পানে ভ্রূকুটি করিল

মিঃ রয় ॥ সে দারিদ্র্যকে বরণ করা যে কত বড় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় তখন তা আমরা বুঝতে পারিনি, পরে পেরেছিলুম। তোমার মামীমার সে ভুল সংশোধনের সময় আর হ'ল না।

দীপ্তি ॥ মামাবাবু, সে কথা আজ আবার তুলছেন কেন ? তাঁর ওপর ত আমার কোন অনুযোগ নেই। তিনি ছিলেন দেবী, আমি ছিলাম সেবিকা।

মিঃ রয় ॥ বিদ্যুৎ, তুমি হয় ত ভুলে গেছ, কিন্তু সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। তোমার মামীমা বলল, গরীবের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। তার উত্তরে দীপ্তি বলেছিল, ধনদৌলত ত মানুষের মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়, মামীমা !

দীপ্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে মিঃ রয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে

দীপ্তি ॥ আপনি বড্ড দুষ্টুমি জুড়েছেন,—থামুন।

মিঃ রয় ॥ আজ কতদিন পরে তোদের কাছে এসেছি। থামতে যেন আর পারছি নে, দীপ্তি। বিদ্যুৎ, তোমার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমাকে বাঁচাও, আমার মিলকে বাঁচাও, সবার উপর দীপ্তিকে বাঁচাও!

পকেট হইতে উইল বাহির করিয়া

এই দেখ। তোমার মামীমার মৃত্যুশয্যায় এই উইল তৈরী হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। দীপ্তি নীরবে স্বামীর উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল

তোমার নিজের উপর তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার, বিদ্যুৎ, কিন্তু আমার দীপ্তিকে রিক্ত নিঃস্ব করবার কোন অধিকারই তোমার নেই। তাছাড়া দীপ্তির সম্পত্তি তোমারও সম্পত্তি—

বিদ্যুৎ ॥ দীপ্তি!

অসহায়ের মত দীপ্তির মুখের পানে তাকাইল

দীপ্তি ॥ মামাবাবু, আপনার সম্পত্তি আপনারই থাক্—ভগবান করুন আপনার মিলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—এ আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু যে বুভুক্ষু বঞ্চিতের

দল আজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দুর্ব্বিষহ দুঃখের বোঝা নিয়ে, তাদের আমরা প্রতারণা করতে ত পারব না।

মিঃ রয় ॥ এই তোমাদের শেষ জবাব ?

দীপ্তি ॥ হাঁ, মামাবাবু।

মিঃ রয় ॥ বিশেষ বিবেচনা করে বল্ দীপ্তি। বিদ্যুৎ, তুমিও ভেবে দেখ।

দীপ্তি ॥ বিশেষ বিবেচনা ক'রেই বলছি, মামাবাবু।

বিদ্যুৎ ॥ আমরা ধর্ম্মঘট ভেঙে দিলেই যে আপনার ঋণের দায়িত্ব ঘুচবে, তা ত নয়।

মিঃ রয় ॥ না। তবে কাজ সুরু হলে আমরা ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ককে বলতে পারব—কিছু সময় দাও। তাছাড়া, মার্কেটে শেয়ারের দরও আর পড়বে না। বিদ্যুৎ, ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ।

দীপ্তি ॥ মামাবাবু, আমরা গরীব—গরীব হলেও আপনার ঐশ্বর্য্যের চেয়েও বড় ঐশ্বর্য্য আমাদের আছে, সত্যের ওপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেখানে সত্য সেইখানেই জয়—এ শিক্ষাটাও আপনার কাছ থেকেই আমার পাওয়া।

মিঃ রয় ॥ তাহলে তোমাদের ওই এক মত্—ইউ উইল্ ফাইট্ ইট্ টু দি লাষ্ট ?

দীপ্তি ॥ হাঁ মামাবাবু।

মিঃ রয় ॥ এমনও হতে পারে দীপ্তি, যে, তোমাদেরই সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হয়েছে।

দীপ্তি ॥ হোক্।

মিঃ রয় ॥ সেই ব্যর্থতার পেনাল্টি কেবল তোমাদেরই দু'জনকে ভোগ করতে হবে।

দীপ্তি ॥ তাহলেও আমরা কোন নালিশ করব না।

মিঃ রয় ॥ উত্তম। কিন্তু তাহলে আমি উইল বদলাব।

উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন

বিদ্যুৎ ॥ (দীপ্তির হাত দুখানি ধরিয়া) এ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, জান?

দীপ্তি ॥ জানি,—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

বিদ্যুৎ ॥ তোমার ভয় হচ্ছে না?

দীপ্তি ॥ (দ্বিধালেশহীন কণ্ঠে) একটুও না। বরং, সত্যি বলছি, আজ আমার আনন্দ হচ্ছে—

বিদ্যুৎ ॥ এই বোধ হয় প্রথম আমার ভয় করছে।

দীপ্তি ॥ (সভয়ে) কেন?

বিদ্যুৎ ॥ কেন? তা বলতে পারছি নে।

দীপ্তি ॥ ক'দিন খাওয়াদাওয়া নেই—তাই দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ॥ কিন্তু শিবু এখনো এল না কেন?

দীপ্তি ॥ যাই দেখি নরু ঘুমোল কি না। ফাটা কপালে ছেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি বোধ হয় এতক্ষণে শুকিয়ে উঠল।

ভিতরে চলিয়া গেল। বিদ্যুৎ একদৃষ্টিতে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত উইলের ছিন্ন টুকরাগুলির পানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ বাহিরে পর পর কয়েকটা বন্দুকের গুলীর শব্দ শোনা গেল। বিদ্যুৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দীপ্তি দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল বিদ্যুৎ নাই, অবসন্নের মত সে বসিয়া পড়িল। শিবনাথ দ্রুত প্রবেশ করিল। দীপ্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কি বলিতে গেল, স্বর ফুটিল না। শিবনাথ কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। সে শিবনাথের ভয়ত্রস্ত শুষ্ক পাণ্ডুর মূর্ত্তির দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বাহিরে পুনরায় গুলীর শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কোলাহল ও আর্ত্তনাদ উঠিল। সে দৌড়াইয়া জানালায় গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। নরু ঘুমাইতেছিল, ঘুমাইতেই লাগিল

তৃতীয় অঙ্ক

একই দৃশ্য

দীপ্তি ॥ (জানালা হইতে ফিরিয়া শিবনাথকে ডাকিল) বাবা, ব্যাপার কি? গুলী চলেছে না কি?

শিব ॥ হাঁ, একদল মিলে ঢুকতে যাচ্ছিল কাজ করবার জন্তে, আর একদল পিকেটিং করছিল, তাই—

দীপ্তি ॥ নতুন লোক?

শিব ॥ না, নতুন লোক ত আসে নি। আমাদেরই মধ্যে দুটো দল হয়েছে।

দীপ্তি ॥ কি রকম?

শিব ॥ অনিলবাবু ইস্তফা দিবেন বলে গেলেন, কিন্তু দেন নি। তিনি সেক্রেটারী বিদ্যুৎ ঠাকুরের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন ক'রে প্রস্তাব পাশ করিয়ে লোকদের কাজে যোগ দেবার জন্তে ফতোয়া জারি করেছেন।

রাগে দীপ্তির সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিতে লাগিল, সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কোন প্রকারে রাগ দমন করিল

লোকেরই বা দোষ দিই কি করে। উপবাসে অনশনে

তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেই সুবিধেটুকু নিয়ে অনিলবাবু রিকিউজিশন মিটিং কল্ ক'রে এই ব্যাপারটি করেছেন।

দীপ্তি ॥ মিটিং হ'ল কোথায় ?

শিব ॥ কেন, মিল্ এরিয়ার ভিতরেই। (একটু নীরব থাকিয়া) প্রথম টের পেলুম এল্-বস্তিতে ননকুকে ডাকতে গিয়ে। তাকে বল্লাম, 'বিদুঠাকুর ডাকছে।' সে বল্লে, 'তাকে আসতে বল।'

দীপ্তি ॥ অথচ ওই ননকু কালও এখানে এসেছিল, কালও ওঁর প্রশংসা মুখে ধরে না। এই কৃতঘ্নতায় তোমার ঠাকুরের কিছু এসে যাবে না বাবা—কিন্তু শ্রমিকদের দাবীর প্রতিষ্ঠার দিন আরও পিছিয়ে যাবে।

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব রহিল

কিন্তু গুলী ছুঁড়ল কেন বাবা ? তারা ত কাজেই যাচ্ছিল।

শিব ॥ কিন্তু নূর মুহম্মদ, ওস্‌মান, বীরেন, সুবোধ—এরা ত বিদুঠাকুরকে ত্যাগ করতে পারে না, তারা অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল।

দীপ্তি ॥ তাহলে আজও তারা আমাদের ত্যাগ করেনি ?

সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। নূর মুহম্মদ প্রবেশ করিল, তার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে

দীপ্তি ॥ নূর, ভাই, তোমার কি হয়েছে ?

নূর ॥ কিছু না, কিন্তু আমি তোমায় অন্য কোথাও নিয়ে যেতে এসেছি বৌদি !

দীপ্তি ॥ কেন ?

নূর ॥ যদি তোমার উপর এই খ্যাপার দল অত্যাচার করে ?

দীপ্তি ॥ না, না, তুমি যাও। আমার নূর আছে, ওসমান আছে, বীরেন স্থবোধ আছে।—

নূর ॥ কেউ নেই বৌদি—কেউ নেই ! সকলেই কাজে যোগ দিয়েছে। আছে কেবল এই নূর মুহম্মদ !—

দীপ্তি ॥ বল কি ! সকলেই ওঁকে ছেড়ে চলে গেল ?

নূর ॥ হাঁ। মিঃ রয় যখন তাদের আহ্বান ক'রে বললেন যে, এতদিন এই যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করলে, তাতে লাভ কি হল বলতে পার ? তারা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর যখন বললেন, 'তোমাদের দুঃখ দিয়ে তোমাদের লিডাররা নাম কিনলে, দেশে দেশে তার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।' তখন সমাগত সকলে চীৎকার করে উঠল,—'রক্ত চাই—রক্ত চাই !' তারপর অনিলবাবু বললেন, 'আজ আমরা কাজে যোগ দিচ্ছি পরাজয়ের কালিমা মেখে নয়, শক্তি সঞ্চয় ক'রে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে নামবার জন্যে।' সকলে সমস্বরে সম্মতি দিল। অনিলবাবু

আরও বললেন, 'অনশনে অর্দ্ধাশনে কতদিন ধর্ম্মঘট চলতে পারে ?' সকলে চীৎকার ক'রে উঠল, 'পারে না !' কেবল একা আমি মাথা নীচু ক'রে ফিরে এলাম। পথে আসতে বিদুদার সঙ্গে দেখা—পাগলের মত ছুটেছেন সভা আহ্বান করতে। নিষেধ করলাম, শুনলেন না। অথচ সভায় বক্তৃতা করবার অবসরও পেলেন না, পুলিস তাঁকে গ্রেফ্‌তার করল। ক্ষুধার্ত্তের দল ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে আঘাত করল।

শিব ॥ গ্রেফ্‌তার করেছে !···আমি চললাম মা, জামিন হতে।

দ্রুত বাহির হইয়া গেল, দীপ্তি যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল। কোন রকম বিচলিত ভাব না দেখিয়া নূর মুহম্মদ শুধু আশ্চর্য্যই নয়, অভিভূতও হইয়া পড়িল

দীপ্তি ॥ নূর, তোমার আর এখানে থাকলে চলবে না। আহতদের কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

নূর ॥ বিদুদা চলে যাবার সময় বলে গেলেন, 'তারা যেন হাসপাতালে গিয়ে মরে—ব্যবস্থা করো।'

দীপ্তি ॥ তবে তুমি যাও ভাই !

নূর ॥ কিন্তু—

দীপ্তি ॥ এর মধ্যে কিন্তু নেই, যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কাছে থেকে দুঃখ ভোগ করছে, আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে তাদের রক্ষা করতেই হবে।

নূর ॥ কিন্তু মিল্ আজ চলবে না। একটা ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে সকলে রয়েছে। এখন তোমার ব্যবস্থা কি করি বৌদি? কাব কাছে রেখে যাব?

দীপ্তি ॥ তারা ওঁকে আঘাত করেছে, আমাকে আঘাত ক'রে যদি তৃপ্তি পায়—তারা আসুক। কিন্তু মুমূর্ষুদের ত আমি বিনা শুশ্রূষায় মরতে দিতে পারি নে। তুমি না যাও, আমাকেই যেতে হচ্ছে।

নূর ॥ এমন কথা বলছ কেন বৌদি? তোমাদের কোন্ কথা কবে শুনি নি?

দীপ্তি ॥ নূর, ভাই, অভিমানের এ সময় নয়—আমরা আজ দুঃখের চরম সীমায় এসে পৌঁছেছি। আমাদের এতদিনকার সাধনা, এত নির্যাতনভোগ—সব আজ ব্যর্থ হতে চলেছে!

নূর ॥ (হঠাৎ দীপ্তির কাছে আগাইয়া আসিয়া) বৌদি, তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই?

দীপ্তি ॥ না, ভালই আছে।

নূর ॥ কিন্তু তোমায় যেন কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

দীপ্তি ॥ আশ্চর্য্য নয়, কাল সারারাত ঘুম হয় নি। কিন্তু নূর, তুমি আর দেরী করো না লক্ষ্মীটি।

নূর ॥ নরু মাতাল হয়ে এসেছে। এ-সবই অনিলবাবু

করেছেন। শুনলাম, মোটা টাকা পেয়েছে—টাকা দিয়ে হতভাগাকে হাত করেছে।

দীপ্তি ॥ সম্পাদকের উপর অনাস্থার প্রস্তাব পাশ হ'ল, অথচ তাকে কেউ ডাকল না। মানুষ কি এত কৃতঘ্ন হতে পারে? এ যে ভাবাও যায় না।

থুক্ থুক্ করিয়া কাশিতেই মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল

নূর ॥ বৌদি, এ কি, রক্ত যে!

দীপ্তি ॥ এ অসুখ আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে। ও কিছু নয়। কিন্তু ভাই, আহতদের যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। এ না হলে আমি নিশ্চিন্ত হব না। যাও!

নূর কি বলিতে গেলে দীপ্তি বাধা দিয়া

অত ভাবছো কেন, যদি কিছু ঘটেই, পাশের ঘরে নরু রয়েছে।

নূর ॥ আঃ বাঁচলাম! সে কি এখনও ঘুমুচ্ছে?

দীপ্তি ॥ সারারাত ধরে গোলমাল করেছে। কিন্তু শরীরেরও ত একটা সহ্যের সীমা আছে—বেচারা পারবে কেন?

নূর ॥ তবে তাকে জাগিয়ে দিয়ে—

দীপ্তি ॥ না, না, কাজ নেই। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি—বেচারি ঘুমুক! তুমি যাও—শীগ্‌গির ফিরে এস।

নূর মুহম্মদ চলিয়া গেল। দীপ্তি অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল। নূর পুনরায় প্রবেশ করিয়া

নুর ॥ বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দীপ্তি নুর মুহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া একটা চেয়ারে বসিল। কিছুক্ষণ পরে দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল। দীপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল। তারপর গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া

দীপ্তি ॥ কে? অনিলবাবু? আসুন।

একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল। অনিলবাবু যে এমনিভাবে অভ্যর্থিত হইবেন এরূপ আশা করেন নাই

অনিল ॥ বিদ্যুৎ গ্রেফ্‌তার হয়েছে, বোধ হয় শুনেছেন?

দীপ্তি ॥ হাঁ।

দীপ্তির নির্বিকার ভাব দেখিয়া অনিলবাবু অবাক হইয়া গেলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন দীপ্তি কাঁদিবে—কাঁদিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিবে

অনিল ॥ তাকে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার কি ব্যবস্থা করেছেন?

দীপ্তি ॥ কিছু না।

অনিল ॥ আপনার কি মাথা খারাপ হ'ল?

দীপ্তি ॥ হয় নি, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। যাক, আপনার আর কিছু দরকার আছে?

অনিল ॥ না।

দীপ্তি ॥ তাহলে আপনি আসুন এখন।

দরজার পানে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিল

অনিল ॥ আমি জানি, যা-কিছু দোষ সব আমার উপরেই পড়বে।

দীপ্তি ॥ দোষ ত আপনি কিছু করেন নি।

অনিল ॥ এই যে সম্পাদকের পদ—

দীপ্তি ॥ তার জন্যে ত আমরা নালিশ করছি নে আপনার কাছে।

অনিল ॥ বিদ্যুতের কাছে লিগালী বাউণ্ড হতে হয় ত না পারি, কিন্তু মর‍্যালী কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য।

দীপ্তি ॥ এ অব্‌লিগেশন্‌-টুকু না থাকলেই ভাল হত। তাছাড়া আমাদের আজ আর এর প্রয়োজনও নেই।

অনিল ॥ আমার প্রয়োজন আছে। আজ ক'দিন থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাচ্ছিল না—যার যা সংস্থান ছিল, বাঁধা দিয়ে বিক্রী ক'রে খেয়েছে—দু-তিন দিন ধ'রে সকলকার সংসারই অচল হয়ে পড়েছিল, তাই—

দীপ্তি ॥ তাই তাদের দাবী প্রত্যাহার করেছেন? অনিলবাবু, আমাদের সংসারও ত সচল ছিল না, কিন্তু কেউ ত এখনও মরি নি! আর দুদিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? এই অধৈর্য্য, এই ব্যর্থতা, এ আমাদের বংশ-

পরম্পরাকে পর্য্যন্ত পঙ্গু ক'রে রাখবে—তাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনার টুঁটি চেপে ধরবে।

অনিলবাবু নীরব রহিলেন

অনিলবাবু, আমরা নিজেদের জন্যে এতটুকু ভাবিনে। আমরা জীবনকেও যেমন একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট মনে করি, মরণকেও তাই, কিন্তু দুঃখ এই জন্যে যে, শৃঙ্খলিত মানবতার মুক্তির দিন পিছিয়ে গেল! পিছিয়ে গেলেও আমরা আশা ত্যাগ করব না। এ বিশ্বাস আছে যে, আগামী কাল আমাদের! এই সত্যের জোরেই আমরা এত কঠিন এত সহিষ্ণু হতে পেরেছি।

অনিলবাবু কিছু জবাব দিতে পারিলেন না,
দীপ্তির দৃপ্ত মুর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন

যারা আজ আত্মদান করল, তাদের রক্ত বৃথা যাবে না। যারা কৃতঘ্নতা ক'রে আমাদের সকল সাধনা ব্যর্থ ক'রে দিল, তাদের বিচারের দিন আসবে। কিন্তু বিচারের সে গুরু শাস্তি ভোগ করবে তারা নয়, তাদের বংশধররা। আর সে প্রায়শ্চিত্তও হবে অতি তীব্র, অতি করুণ—

দীপ্তি অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল

অনিল ॥ আপনি আজ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন।

দীপ্তি ॥ না, একটুও না। অনিলবাবু, আজ আমাদের উত্তেজনার দিন নয়—আমাদের জীবনের এক মর্ম্মান্তিক দুঃখের দিন। আমায় মাপ করবেন, আমি বিশেষ ক্লান্ত হয়েছি, একটু বিশ্রাম করব।

অনিলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন

অনিলবাবু, ক্ষমা করবেন। একটু বিশ্রাম ক'রে না নিলে চলবে না। কেন-না, আজই ত শেষ দিন—আমাদের আজই এই কোয়ার্টার ত্যাগ করতে হবে।

অনিল ॥ আমি না হয় বলে কয়ে দুদিন সময়—তাছাড়া আপনার মামাবাবু—

দীপ্তি ॥ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

অনিল ॥ আমি কি আপনার কোন কাজেই—

দীপ্তি ॥ না। আপনার উপকার গ্রহণ করলে আমায় নরকে যেতে হবে—অবশ্য যদি থাকে—

আগাইয়া আসিয়া অনিলবাবুকে পথ দেখাইয়া চলিল। ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। অবসন্ন শরীর ও পরিশ্রান্ত মন লইয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্নই হইয়া পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

ভিতরের দ্বার দিয়া নরু প্রবেশ করিল। দীপ্তিকে ঘুমাইতে দেখিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া ঘরের অপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর অস্থিরভাবে ঘর-ময় পায়চারি করিতে লাগিল। এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িয়া দীপ্তিকে দেখিতে দেখিতে তার ভাঁটার মত গোল গোল চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় হইয়া উঠিল। সমস্ত মুখখানা কুৎসিত ও বিকৃত হইয়া উঠিল। তার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তির রোগপাণ্ডুর মুখখানা ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। নরু নত হইয়া তার বীভৎস মুখখানা তার মুখের উপরে লইয়া গেলে তার ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে ও স্পর্শে দীপ্তির তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সে ঘাড় তুলিয়া চাহিতেই নরুকে দেখিয়া কম্পিত ও ভীত হইয়া পড়িল। দুই হাতে জোর করিয়া তার মুখ সরাইয়া দিয়া সে দৌড়িয়া টেবিলের ওপাশে গিয়া দাঁড়াইল। তার সারা দেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

দীপ্তি ॥ (আর্ত্তকণ্ঠে) নরু, তুমি!!

নরু তখন নরু নাই। মানুষ তখন পশু হইয়া উঠিয়াছে—কথা শুনিবে কে? সে হাসিয়া

নরু ॥ হ্যাঁ, আমি!

দীপ্তি ॥ কি চাও তুমি? গয়না, টাকা, আমার ত কিছুই নেই!

নরু ॥ ওসব আমি চাইনে। ওসবে আমার কি হবে? ওতে একদিনেরও ফুর্তি হয় না।

দীপ্তি ॥ তুমি সেরে উঠেছ, এখন বাইরে যাও।

নরু ॥ বাইরে যাবার জন্য কি ঘরে এসে ঢুকেছি? এতক্ষণ কি ঘুমোবার ভাণ ক'রে পড়েছিলাম অমনি!

দীপ্তি ॥ আমার বুক ধড়ফড় করছে, মাথা ঘুরছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। আমায় একটু বিশ্রাম করতে দাও, নরু, তুমি যাও! তুমি যাও!

নরু ॥ যাও বললেই বুঝি যাওয়া যায়!

সে দীপ্তির কাছে গিয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেল। দীপ্তি সরিয়া টেবিলের অপর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া অনুনয়ের সুরে

দীপ্তি ॥ নরু, বাবা, তোমাদের ঠাকুরকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, সকল শ্রমিক তাকে ত্যাগ করেছে, আমরা এখনি এ স্থান ত্যাগ করে যাব—তার পূর্ব্বে নরু, আমায় একটু বিশ্রাম ক'রে ক্লান্তি দূর করতে দাও।

নরু ॥ ক্লান্ত তুমি হয়েছ, আমিও কম ক্লান্ত হইনি। সে ক্লান্তি দূর করতে পার কেবল তুমি—তুমি—

নরু দীপ্তিকে ধরিতে গেল, সে আগাইয়া আসিয়া

দীপ্তি ॥ কি চাও তুমি?

নরু তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে

নরু ॥ চীৎকার করার চেষ্টা করো না, তাহলে—

দীপ্তি ॥ চীৎকার করলে যারা আমায় রক্ষা করতে আসবে তারা তোমারই সহযোগী, তাদের দ্বারা রক্ষা পেতে আমি চাই নে।

নরু ॥ হুঁ।

বলিয়া দীপ্তিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেই সে সরিয়া গেল। নরু তার পিছু পিছু ছুটিল। ঘরের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় দীপ্তি ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল, নরুও তাহার অনুসরণ করিল

দীপ্তি ॥ (নেপথ্যে) ছাড়—ছাড়, নরু !

নরু ॥ ছাড়ছি—গোলমাল করো না !

সব নীরব। আর্ত্ত নারীর রুদ্ধ ক্রন্দন ও পশুর গভীর নিঃশ্বাসের ঘন ঘন শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর নরু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নুর প্রবেশ করিল। টলিতে টলিতে দীপ্তি বাহিরের ঘরে আসিল। তার মুখের কষ বাহিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে—পরণের বস্ত্র স্রস্ত, মুখ পাণ্ডুর, বিবর্ণ। দীপ্তি পড়িয়া যাইতেছিল, নুর তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া

নুর ॥ বৌদি ! এরা কি তোমায় আঘাত করেছে ?

দীপ্তি ॥ আঘাত—আঘাত নয়, নূর, নরু আমার সর্ব্বনাশ করে গেল—সর্ব্বস্ব—

অবসন্নের মত চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল

নূর ॥ কী ? নরু—নরু অত্যাচার করেছে ?

নূর মুহম্মদের চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল,
সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল

দীপ্তি ॥ (চীৎকার করিয়া) নূর—নূর, ফিরে এস ভাই, অত্যাচারের বিনিময়ে অত্যাচার করো না—উঃ—উঃ—মাগো !—

উঠিতে গিয়া দীপ্তি চেয়ার হইতে নীচে পড়িয়া গেল। তাহার দেহ দুইবার কুঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে এলাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাটিল, তারপর ভীষণ একটা কোলাহল উঠিল। 'দীপ্তি'! 'দীপ্তি।' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিলে মনে হয় তার যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। চুল উস্কখুস্ক, চোখ দুটা রক্তবর্ণ। ভীষণ প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, জামাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, চশমার কাচ ভাঙিয়া গিয়াছে

বিদ্যুৎ ॥ দীপ্তি ! দীপ্তি !

যাইতে যাইতে দীপ্তির দেহটা মাড়াইয়া ফেলিল?

কে? দীপ্তি! এ কি! এখানে শুয়ে কেন? ওঠ—এঁ্যা! রক্ত!

ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল। শিবনাথের প্রবেশ

শিব॥ বার ঘণ্টার মধ্যে তোমায় এ স্থান ত্যাগ করতে হবে বিদ্যুৎ। শীঘ্র প্রস্তুত হও।

বিদ্যুৎ॥ কিন্তু তোমার মায়ের সৎকারের কি ব্যবস্থা হবে শিবু?

শিব॥ কি হয়েছে?

বিদ্যুৎ॥ রুগ্ন দেহে বোধ হয় উত্তেজনা সইতে পারে নি, পালিয়েছে—

মৃতদেহ দেখাইয়া দিল, শিবনাথ সজল-চক্ষে মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিল

কেঁদে ত কোন লাভ নেই। এর ব্যবস্থা কর।

শিবনাথ বাহির হইয়া গেল। নুর মুহম্মদের প্রবেশ

বিদ্যুৎ॥ এ কি! তোমার গায়ে এত রক্ত কিসের?

নূর॥ খুন করে এলাম।

বিদ্যুৎ কথার জবাব না দিয়া মৃত দেহ আঙ্গুল দিয়া দেখাইল

নূর॥ জানি। খুন করেছি তাকেই। কিন্তু সব বৃথা—সব বৃথা! বৌদি বেঁচে নেই!

বিদ্যুৎ॥ বৃথা নয়, ভাই, বৃথা নয়। এই ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই আসবে সফলতা।

নূর ॥ সফলতা চাই নে, বিজুদা, বৌদির মৃত্যু কি ক'রে হয়েছে জান ?

বিদ্যুৎ ॥ বোধ হয় উত্তেজনায়।

নূর ॥ না, না, উত্তেজনায় নয়। অত্যাচারে—নরুর অত্যাচারে !

বিদ্যুৎ যেন পাথর হইয়া গেল

তাকে আমি খুন করেছি। সেই নরুকে। সেই অত্যাচারী পশুকে।

বিদ্যুৎ ॥ কি ! কি করেছ ! এ তুমি কি করলে নূর ? অত্যাচারের বিনিময়ে অত্যাচার করলে ! আমাদের যাত্রাপথে কত দীপ্তি, কত বিদ্যুৎ যাবে, আসবে—তার জন্যে শোক করলে ত চলবে না ভাই !···বাইরে এ কোলাহল কিসের ? এরই মধ্যে ছুটী হয়ে গেল ?

মিঃ রয়ের প্রবেশ

মিঃ রয় ॥ হাঁ বিদ্যুৎ, ছুটী। চিরদিনের মতই ছুটী হয়ে গেল। দীপ্তি কোথায় ?

বিদ্যুৎ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল

ভগবান, এ তুমি কি করলে ?

দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন

বিদ্যুৎ ॥ আপনিও অস্থির হচ্ছেন ?

বিদ্যুৎ প্রাণপণ শক্তিতে উদ্যত অশ্রু রোধ করিতে লাগিল

মিঃ রয় ॥ না, অস্থির আমি হই নি, বিদ্যুৎ। এ অস্থিরতার সময় নয়। অংশীদাররা একটা জরুরী সভা ডেকে এই মাত্র মিলকে লিকুইডিশন দিলে। তারা আর বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাইলে না।

বিদ্যুৎ ॥ এঁ্যা! আপনি তাহলে—

মিঃ রয় ॥ ব্যাঙ্করাপ্‌ট্! ব্যাঙ্করাপ্‌ট্!

মিঃ রয় হাসিলেন—উন্মাদের মত অট্টহাসি

বিদ্যুৎ ॥ (দীপ্তিকে দেখাইয়া) কিন্তু কে বেশী মামাবাবু?

বিদ্যুৎ তার জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মিঃ রয়ের মুখের পানে মেলিয়া তাঁহার হাত দুটা ধরিল। মিঃ রয়ের কথা ফুটিল না। ধীরে ধীরে উভয়ের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বাহিরের কোলাহল বাড়িয়াই চলিল

যবনিকা

নাটকে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ

প্রথম অঙ্ক ... ... ১—৩০

ষ্ট্রাইক—strike = ধর্ম্মঘট

লক্-আপ্—lock-up = বন্ধ

ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন—workers' union = শ্রমিক সঙ্ঘ

কোয়ার্টার্স—quarters = বাসাবাড়ী (মিল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মীদের থাকিবার জন্য বিনা ভাড়ায় বহু বাসাবাড়ী তৈরী করিয়া দেন।)

সাব-ডিভিসন—sub-division = মহকুমা

ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রী—national industry = জাতীয় শিল্পবাণিজ্য

ষ্টীম—steam = বাষ্প (এখানে, যে ঘরে যন্ত্রাদি চালাইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্প সংগ্রহ করা হয়।)

ইট্ ইজ্ ইন্‌কম্‌প্যাটিব্‌ল্ উইথ্ দি রুল্‌স্ য্যাণ্ড রেগুলেশন্স অফ দি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন—it is incompatible with the rules and regulations of the workers' union = ইহা শ্রমিকসঙ্ঘের আইনকানুনের সঙ্গে মেলে না।

ইজ ইট্ নট্ ?—is it not ?—তাই নয় কি ?

দেন্ দি প্রেসিডেণ্ট উইল্ আর্জ্ ফর্ দি প্রোটেক্‌সন্ অফ্ হিজ্ ডিগ্‌নিটি ফ্রম্ দি হাউস্—then the President will urge for the protection of his dignity from the House—তাহা হইলে সভাপতি সঙ্ঘের কাছে নিজের পদোচিত গৌরব রক্ষার দাবী করিবেন।

বুলেটিন—bulletin—বিজ্ঞাপনী

কলিক্ পেন্—colic pain—শূল বেদনা

প্রোপাগাণ্ডা—propaganda—কোন বিশেষ মত প্রচারের ব্যবস্থা

হাই সাউণ্ডিং—high sounding—লম্বা লম্বা কথা

য়্যাসেট্‌স্—assets—সম্পদ

লায়বেলিটিস্—liabilities—বাজার দেনা

ওয়ার্কার—worker—শ্রমিক

শেয়ার—share—অংশ

ডিরেক্‌টর—director—পরিচালক

জেনার‍্যাল মিটিং—general meeting—সাধারণ সভা

বোর্ড অফ্ ডিরেক্‌টরস্—board of directors—পরিচালকসঙ্ঘ

য়্যাডপ্ট—adopt—গ্রহণ

য়্যান্যুয়াল ব্যালান্স শীট্—annual balance sheet—বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্র

কল্ অফ্—call off = তুলিয়া লওয়া

কাউণ্টার-প্রোপাগাণ্ডা — counter-propaganda = কোনও বিশেষ মত প্রচারের ব্যবস্থাকে দাবাইবার জন্য বিপরীত মতের প্রচার

ডিস্কণ্টেণ্টমেণ্ট ইজ্ দি মাদার অফ্ রেভলিউসন্—discontentment is the mother of revolution = অসন্তোষই বিপ্লবের মূল

য়্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট—abstract = কাল্পনিক

কন্‌ক্রিট—concrete = হাতে পাওয়া

ম্যাণ্ডেট—mandate = আদেশ

রেজিগ্‌নেসন্—resignation = পদত্যাগ

রেজিগ্‌নেসন্ লেটার—resignation letter = পদত্যাগপত্র

সেন্‌সর্ মোশন্ = censor motion = নিন্দাসূচক প্রস্তাব

মুভ্—move = পেশ করা

ডিষ্ট্রিবিউট—distribute = বিলি করা

ওয়ার্কার্স কম্‌পেন্সেসন য়্যাক্ট—workers' compensation act = শ্রমিকগণ কারখানায় কাজ করিতে করিতে আকস্মিক দুর্ঘটনায় জীবন হারাইলে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রকে এককালীন সাহায্য দেওয়ার জন্য এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

শপ্—shop = কারখানা

শ্রুড্ বিজ্‌নেস্‌ম্যান—shrewd businessman — বিচক্ষণ ব্যবসায়ী

সীরিয়স্—serious — আন্তরিক

সীরিয়াস্‌লি—seriously — আন্তরিকতার সহিত

ট্যাক্‌ল্—tackle — সাম্‌লানো

ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমিক্‌স্—international economics — আন্তর্জাতিক ধনবিজ্ঞান

বাট্ টু বি সাক্‌সেস্‌ফুল ইন্ বিজ্‌নেস্—ত্যাট্ ইজ্ সাম্‌থিং ভেরি হার্ড—but to be successful in business—that is something very hard — ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করা—ব্যাপারটি বেশ একটু কঠিন।

ডিলিজেন্স—diligence — একান্তভাবে লাগিয়া থাকা

ফার্‌সাইটেড্‌নেস্—farsightedness — দূরদর্শিতা

কো-অপারেশন—co-operation — সহযোগ

আন্‌কল্ড ফর্—un-called for — অকারণ

সোল ফোর্স—soul force — আত্মিক শক্তি

সেল্‌ফ্-পিউরিফিকেশন—self-purification — আত্মশুদ্ধি

মীনিয়্যালস্—menials — চাকর জাতীয় শ্রমিক

গ্যাগ্—gag — মুখবন্ধ করা

কীন্ কম্‌পিটিশন—keen competition—প্রবল প্রতিযোগিতা

বেঙ্গল্ চেম্বার অফ্ জুট মিল্‌স্—Bengal Chamber of Jute Mills—বঙ্গীয় চটকলসঙ্ঘ

মেমোরেণ্ডাম্ অফ্ য়্যাসোশিয়েশন—memorandum of association—লিমিটেড কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত আইন-কানুন

ক্লজ—clause—ধারা

ইণ্ডিয়ান—Indian—ভারতীয়

শেয়ার-হোল্‌ডার্—share-holder—অংশীদার

কোল্ কন্‌সার্ণ—coal concern—কয়লাকুঠী

ইউনিয়ন—union—সমিতি, সঙ্ঘ

ডিরেক্‌শন্—direction—নির্দ্দেশ

আণ্ডার্‌টেকিং—undertaking—অঙ্গীকার

ট্রেড্ ডিপ্রেশন্—trade depression—ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা

হিট্—hit—আঘাত

ইকনমিক্ ওয়ার্ল্ড—economic world—টাকার বাজার

ফিনান্‌শিয়াল ক্রাইসিস—financial crisis—আর্থিক সঙ্কট

এক্সপ্লয়টেশন্—exploitation—শোষণ

ফ্রড্—fraud—প্রতারণা

ষ্ট্রং টার্ম্—strong term—কঠোর কথা

ক্যাপিটালিজ্‌ম্—capitalism—ধনতন্ত্র

রিট্রেঞ্চমেণ্ট—retrenchment = ব্যয়সংক্ষেপ

ডিভিডেণ্ড—dividend = লভ্যাংশ

ডিক্ল্যায়ার—declare = ঘোষণা

প্রোপার্টি—property = সম্পত্তি

গ্যারাণ্টি—guarantee = জামীন

ব্যাক্ওয়ার্ড—backward = পশ্চাৎপদ

ফোর্‌ফ্রণ্ট—forefront = পুরোভাগে

ষ্টক্—stock = গুদাম

রিস্ক্—risk = ঝুঁকি

ষ্টেবিলিটি—stability = স্থায়িত্ব

ইউ উইল্ ফাইট্ ইট্ টু দি লাষ্ট ?—you will fight it to the last ? = তাহা হইলে তোমরা শেষ পর্য্যন্ত লড়িবে ?

পেনাল্‌টি—penalty = প্রায়শ্চিত্ত

রিকিউজিসন্ মিটিং—requisition meeting = জরুরী বৈঠক

কল্—call = ডাকা

লিগ্যালী বাউণ্ড—legally bound = আইনত বাধ্য

মর‍্যালী—morally = ন্যায়ত

অব্লিগেসন্—obligation = দায়ায়

য়্যাক্সিডেণ্ট—accident = আকস্মিক

লিকুইডিশন—liquidition = লিমিটেড কোম্পানীর ঋণ পরি-
শোধের জন্য যে অস্থায়ী সরকারী ব্যবস্থা

ব্যাঙ্করাপ্ট্—bankrupt = দেউলিয়া